



Tuli Kolom 1429

Bipara
1422

Table of Contents

Sponsored by (Platinum).....	3
From the President's desk.....	6
Baji Kahini - Amit Nag.....	9
Paintings by Beauty Mondal.....	14
MAA - Beauty Mondal.....	16
Sponsored by (Gold).....	18
The Magical Chess Board - Aharshi Roy.....	26
Paintings by Aishani Dutta.....	28
Paintings by Moumita Basu.....	30
Paintings by Ahan Sengupta.....	33
Paintings by Ashmi Sengupta.....	35
Sukh - Amal Kumar Mondal.....	38
Puja Story -Anush Roy.....	40
Sponsored by (Silver).....	43
Painting by Anushka Banerjee.....	44
Sariskar Rahashya - Mou Pal.....	45
Painting by Saumyi Majumder.....	54
Premmaneshi - Roshmi Bhaumik.....	55

Paintings by Raahi Chakrabarti.....	59
Paintings by Debmalya Nandy.....	62
Anglo-Indian flavor inspired chicken curry - Atreyee Bhattacharya.....	63
Paintings by Atrasnu Pathak.....	66
COVID TIMES - Mita Mukherjee.....	71
Paintings by Mihira Nag.....	73
Gerhastali - Bipasa Bhattacharjee.....	76
Painting by Bipasa Bhattacharjee.....	78
Paintings by Rayan Das.....	80
Paintings by Krishnendu Das.....	81
Paintings by Sucharita Das.....	82
Juger Amul Poribartan - Abhijit Sengupta.....	83
Paintings by Sunayana Das.....	84
Is it a mirage or God's glory? - Ananya Dasgupta.....	87
Banglay Kabya, Banglar Gaan, Bangalir Gorbo - Abhijit Sengupta.....	88
Paintings by Snigdha Biswas.....	91

HAPPY
Durga Puja

2022



Care
DENTAL



720.638.6361
Fax: 720.583.1354



7300 E. Arapahoe Rd, #500
Centennial, CO 80112



info@caredentalco.com

OMNI  POWER

HAPPY
Durga Puja

2022

Vishnu Financial Services, LLC NMLS# 1650973

Providing loans in both Colorado and Texas

Equal Housing Opportunity

Srinivasa Doddapaneni (Vishnu)

3039491169

sdoddapaneni@gmail.com

21962 E Ridge Trail Cir, Aurora, CO 80016



ho!cho!

HAPPY

Durga Puja

2022**INDIAN ONLINE
GROCERS****Coupon Code
MILONBE2022****ALPINE TRAVEL & TOURS**

from dream to destination



FROM THE PRESIDENT'S DESK - Krishnendu Das

চারিদিকে আজ এখন মা এর সুর আর ছন্দ
আবার এল শারদীয়া, (সেই) কাশফুল আর মাটির গন্ধ
রংবাহারি প্রকৃতি আজ আনন্দে মাতোয়ারা
নীল আকাশ হাতছানি দেয়, হয়ে পাগলপারা
ঢাক বাজে, শাঁখ বাজে, মা এর পূজা হবে
এস সবাই মিলনোৎসবে, জয় মা বল সবে।

- কৃষ্ণেন্দু।

First, let me welcome you all to our biggest festival of the year, the Milonee Durgotsav. As we know Milonee represents an ensemble of Unity in Diversity. It is our home, far away from home. With the approaching mesmerizing fall color, blue sky, and super nice weather, we welcome our Maa Durga. For the last two years, we went through a series of tough and unprecedented times due to Covid and this year, since this pandemic is a past event now, we have come back in full swing. Despite Visa problems, we were able to bring artists from Kolkata for both Saturday (Rathijit and team) and Sunday (Ankita and team - 2019 Sa Re Ga

Ma Pa champion). With Ma's blessings, this year we are having record breaking attendance as we are arranging for fun filled fiesta of food, cultural extravaganza showcasing our local talents, and never ending "adda".

We have faced a tremendous challenge this year with increasing prices for everything due to huge inflation. With better planning, your kind donation, and blessings of Maa Durga, we are able to keep the price as low as possible in every event we have organized. Starting with our spring cultural event (where we kept Cultural event + snacks + dinner for only \$20), Milonee picnic (with an outstanding record of 180+ folks attended, where we were able to do soccer tournament and Mutton dinner for only \$20), and now Durga Puja (2 days full Puja package with 6 times food including fish lunch, chicken dinner, mutton dinner, various snacks, and team of artists from India on both days), we tried to make our mark providing the best value for our patrons.

This year, we have run a fundraiser to support the community and donated a total contribution of \$2000 towards Boulder County Wildfire Fund. We would also like to thank you for your kind and generous donation for Abhidipta Mallik's family as we have got an overwhelming response and raised over \$56K to help them. We transferred that whole money (excluding fees from various payment platforms) to his parents. We supported them here in Colorado as best we can as a community. I personally visited them at Kolkata to make sure they reached safely and doing

well. Among other charitable activities, we are also partnering with "The Action Center" and running a cloth drive during this Durga Puja, so please bring your used cloth during the event.

I am thankful to my predecessors for trusting me and supporting me during all the time when we need help. It was an honor to be your successor as we pledge to make Milonee a better organization every year, and with every notch of success. I am grateful to our sponsors, donors, volunteers, for their kind help to support our organization.

I am very very lucky to have a rock solid team, with all kinds of talents as they stood up to help the community. Their dedication, passion, ownership, and responsibility sense made all the difference.

As we move on, we will pass the baton to the incoming committee, to continue this tradition. I wish you all the best and will support you as best as we can.

Thanks and regards,

Krishnendu Kumar Das

President - Milonee of Colorado

HAPPY

Durga Puja

বাজি কাহিনী: অমিত নাগ

মানাদা বললো আজ তুবড়ি বানাবো দুপুরবেলায়, পারলে আসিস। সদ্য দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে। বলাকা, আগমনী, কিংবা কিশোর ভারতীর শারদীয়া সংখ্যায় কোথায় যেন অ্যালকেমিস্টদের গল্প পড়েছি। তারা পারা থেকে সোনা বানাতে পারতো এটা সেটা মিশিয়ে। মানাদাকে আমার কেমন অ্যালকেমিস্ট অ্যালকেমিস্ট মনে হয় কালীপুজোর আগে এই তুবড়ি বানানোর সময়। হাসিখুশি মানাদা, তুবড়ির মসলা বানানোর সময় কেমন গম্ভীর একাগ্রচিত্ত। দাদা কাকার থেকে পাওয়া সিক্রেট ফর্মুলা। সবাইকে এক কথায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, ধার করে সেজদার চায়ের দোকান থেকে অন্যদের চা ঘুগনি খাওয়ানো উদার হৃদয় মানাদার মনের দুর্বলতম কোণ, এই তুবড়ির মসলার ভাগের রেসিপি জমিয়ে রাখা জায়গাটা। প্রাণ গেলেও, পারতপক্ষে বুকুর ভেতরে আড়াল করে রাখা এই সম্পত্তির হাত পরিবর্তন হতে দেয় না মানাদা।

সোরা, গন্ধক, কাঠকয়লা। ৬:২: ২ অথবা ১২:৪:৩, জামার আস্তিনে লুকিয়ে রাখা ট্রাম্প কার্ডের মতো এক এক জনের এক এক রকম ফর্মুলা। জানাতোনা কেউ, তাই জানিনা আজও। এর সঙ্গে এক একজনের এক এক রকম যোগ - অ্যালুমিনিয়াম পাউডার, ম্যাগনেসিয়াম বা লোহাচুর, চুনের গুঁড়ো, বিশেষ বিশেষ রঙের বাহারের জন্যে। কেউ বলে কাঠকয়লাটাই তুবড়ির মতো উড়ন্ত বাজির আসল জান। কাঠকয়লা হবে হালকা ফুলকা কিন্তু জ্বলবে দাবানলের মতো। অর্থাৎ সেই ওজন আর শক্তির অনুপাত। কম ওজন হতে হবে কিন্তু এনার্জি আউটপুট হবে বেশি। ইসরোর রকেট বানানোর চ্যালেঞ্জও ওই একই। ছোট্ট এক রক্তি স্যাটেলাইট আকাশে তুলতে বিশ ত্রিশ তোলা উঁচু রকেটটার পুরোটাই প্রায় জ্বালানী ভরা। যদি কম জ্বালানী ভরে স্যাটেলাইট তোলা যেত, তবে বেশ হতো। আমাদের রন্টু এসব ব্যাপারে একটু বেশি খোঁজ রাখে দাদাদের পাশে পাশে ঘুরে ফাই ফরমাশ খেটে। একদিন কানের কাছে ফিসফিস করে গূঢ় তত্ত্বের মতো পেশ

করে, ও নাকি জানতে পেরেছে বেগুন গাছের আর সজনে গাছের ডাল পালা
পুড়িয়ে তৈরী কাঠকয়লাই বেস্ট।

মানাদা কাঁচা মাল সব কিনে এনে দুপুর বেলায় বাগানে মাটি খুঁড়ে উনুন বানিয়ে
সোরা গন্ধক ভেজে শুকোয়। তারপর হামান দিস্তে দিয়ে গুঁড়িয়ে শুকনো কাপড়ে
ছাঁকে। পাড়ার দশকর্মা ভান্ডার পুজোর এই বিশেষ সময়ে এসব মাল মশলা এনে
স্টকে রাখে। অতটা খোলাখুলি নয়, খানিকটা গোপনে, সিনেমার টিকিটের
ব্ল্যাকারের থেকে টিকিট কেনার মতো একটু ফিসফিস করে কিনতে হয় সে সব
মসলা।

পাড়ার ক্লাবে তুবড়ি প্রতিযোগিতা হবে। মানাদা এক মনে মসলা বানায়। দইয়ের
হাঁড়ির মতো দেখতে অথচ ক্ষুদে ক্ষুদে মজাদার মাটির হাঁড়িতে ঠেসে ঠেসে মসলা
ভরে মাটি দিয়ে সীল করে তুবড়ি বানায়, বসানো তুবড়ি প্রতিযোগিতার জন্যে।
প্রেস্টিজের ব্যাপার বলে কথা। আর বানায় ছোট ছোট বেশ কিছু উড়োন তুবড়ি
কালীপুজোর রাতে জ্বালানোর জন্যে। সারাদিন সঙ্গে, থেকে আমি হয়তো দু একটা
উড়োন তুবড়ি ফাউ হিসেবে পুরস্কার পাবো। আশায় আশায় চুপচাপ মানাদের
কাজ কর্ম দেখে যাই। তুবড়িগুলো এবার থেকে কদিন রোদ খাওয়ানো হবে
লাগাতার।

পাড়ার ক্লাব ঘরের লাগোয়া ছোট মাঠে তুবড়ি প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছে।
লম্বা উঁচু একটা বাঁশে নির্দিষ্ট উচ্চতার ফাঁকে ফাঁকে কাগজে লেখা ২৫, ৩০,৫৫,
৬০, ৬৫ ফুট। একাধিক বিচারক নোটবুক হাতে প্রস্তুত। একটা করে প্রতিযোগীর
নাম, তুবড়ির নাম বলা হলে, জ্বালানো হবে। বিচারকরা লিখে নেবে কতটা উঁচুতে
উঠলো আলোর ফুলকি।

যারা একটু চিন্তা করে নাম রেখেছে তারা তুবড়ির নাম দিয়েছে সোনারুরি,
আলোকতরী, চাঁদের আলো, এই সব। কেউ কেউ অতো চিন্তা ভাবনার তোয়াক্কা না
করে চালু জনপ্রিয় সিনেমার নামে আস্থা রেখে নাম দিয়েছে দীপ জ্বলে যাই,
অগ্নিপরীক্ষা, রাতের রজনীগন্ধা।

একটু রাতের দিকে শুরু হবে প্রতিযোগিতা। ততক্ষণে আমাদের নিজেদের সামান্য সংগ্রহের বাজি জ্বালানো হয়ে যাবে। কয়েকদিন ধরে ছাদে খবরের কাগজ পেতে নিয়ম করে শুকোনো হয়েছে নিজের নিজের ভাগের পাওনা কালীপুজোর বাজি - দোদোমা, চিনেপটকা বা লংকাপটকা, ফুলঝুরি, রংমশাল, ইলেকট্রিক তার, সাপবাজি। সাপবাজির দাগ থেকে যায় উঠোনে ছাদে পুজো শেষ হয়ে যাবার পরেও কত কত দিন অবধি। সাইরেনটা অদ্ভুত - ছোট টিনের কৌটোয় মশলা বারুদ ভরা। একটা ফুটো কৌটোর এক ধারে। আগুন দিলেই পাগলের মতো ঘুরতে ঘুরতে আওয়াজ করে ওপরে উঠে যায়। খানিকটা যেন ছুঁচোবাজির মতো আনপ্রেডিক্টেবল। হাত থেকে ছাড়া পেলে কার গায়ে গিয়ে যে সঁধোবে বলা ভারী মুশকিল। সব বাজি পোড়ানো শেষ হয়ে গেলে, শেষ পড়ে থাকে কতকগুলো রং দেশলাই জ্বালিয়ে উৎসবের রেশটুকু ধরে রাখার চেষ্টা করে যাবো আমরা কজন ভাইবোন।

বিদেশে এসে বেশিরভাগ দেশে দেখছি, ব্যক্তিগত উদ্যোগে যথেষ্ট বাজি পোড়ানো প্রায় হয় না বললেই চলে এসব দেশে। হয়না শুধু নয়, আইন করে হতে দেওয়া হয়না, অগ্নিকান্ড এবং দূষণের ঝুঁকি এড়াতে। ভারতবর্ষের মতো দেশেও আইন করে, সবার কথা ভেবে বাজি পোড়ানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত। মানুষ দ্বায়িত্বশীল না হলে আদালতকে বছর বছর ধরে রায় দিয়ে বলে দিতে হবে কেন কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক! অতএব চাই কড়া আইন।

নিউইয়ার, বা দেশের স্বাধীনতা দিবসের মতো বিশেষ বিশেষ দিনে বিদেশি শহরগুলোর পৌরসভার মতো সরকারি সংস্থার উদ্যোগে পার্ক, নদীর ধরে খোলা জায়গায় বাজি পোড়ানো হয়। দেখার মতো সে সব ফায়ার ওয়ার্কস। আকাশে হাউই উঠে সশব্দে ফেটে পড়ার পর রঙের ফুলকি ছিটিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পরে সে সব আতশ বাজি। আকাশ দিনের মতো আলোময়, শব্দময় আর বর্ণজ্জ্বল হয়ে ওঠে ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট ধরে। বিলিতি বাজির কারিগরদের নাম ডাক খুব সারা পৃথিবী জুড়ে। সিডনির হারবার ব্রীজের ওপর, হংকংয়ের সীফ্রন্টে, নিউইয়ারের সময় পোড়ানো বাজি অথবা সিঙ্গাপুর, আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে পোড়ানো

বাজি হোক, কোনো না কোনো ভাবে ব্রিটিশ পাইরো টেকনিশিয়ানদের হাতের ছোঁয়া থাকবেই তাতে। হয় বিলেত থেকে সরাসরি কেনা বাজি অথবা বংশ পরম্পরায় বিলিতি অভিবাসীদের নিঃজন্ম ঘরানার ছোঁয়ায় তৈরী সে সব আতশ বাজি।

সিডনির হারবার ব্রীজ, সিঙ্গাপুরের পার্লামেন্ট বাড়ির সামনে বা আমেরিকার কোনো শহরের আলো ঝলমল আতশবাজির রোশনাই দেখতে দেখতে বহুদিন আগের ফেলে আসা তুবড়ি প্রতিযোগিতার কথা মনে পড়ে যায়। ছাতের ওপর নিজেদের সংগ্রহ সামান্য বাজি পোড়ানো, মানাদার দেওয়া উড়োন তুবড়ি ওর শেখানো কায়দায় আড়াইবার চক্কর কেটে আলতো করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েও ওর মতো বহু উঁচু আকাশ অবধি উড়ে যেতে না দেখতে পারার ব্যর্থতার কথা মনে পড়ে। আরো মনে পড়ে, পাড়ার প্রান্তে কোনো এক প্রতিবেশীর বাড়ির দরজার চৌকাঠে, উঠানে আর পাঁচিলের ওপর দেওয়া সারি সারি প্রদীপ অথবা মোমবাতির আলো। হাওয়ায় দুলে ওঠা শিখাগুলির আলোয় সাধারণ বাড়িটাও অসামান্য লাগে সেই সন্ধ্যায়। দরজা পেরিয়ে ঢুকতে ঢুকতে দেখি, অন্যদিনের রাগী রাগী চেহারার পাড়ার কোনো ছেলেকে পাত্তা না দেওয়া সুশ্রী দিদিটি আজ কেমন হাসতে হাসতে একটু প্রগলভ হয়েই, আমাদের বয়েসী তার বোনটির সঙ্গে ফুলঝুরি পোড়াচ্ছে। আমার দিকেও যেন আজ তার প্রশ্রয়ের স্নেহ ভরা দুচোখের দৃষ্টি এসে পড়লো বলে মনে হয়। মাসীমা কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে এসে জিগ্নাসা করেন, এতদিনে বুঝি আমাদের কথা মনে পড়লো। হেসে বলি পুজোর ব্যস্ততায় ছুটি শেষ হয়ে এলো। আজ কালীপুজো। আর তো ভাইফোঁটার পরেই স্কুল খুলে যাচ্ছে। তাই ভাবলাম বিজয়ের প্রণাম সেরেই যাই আজ। জানেন তো কাল ক্লাবের মাঠে পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা দেখানো হবে। মাসীমা থাক থাক বলতে বলতে আমাদের বয়েসী তার লাজুক ছোট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলেন, কি রে, ওকে একটু বসতে বল। আমি যাই রান্নাঘর থেকে কিছু নিয়ে আসি। কিশোরীর মুখে ফুলঝুরির কম্পমান আলো।

Durga Puja

সেই আলোয় দেখলাম, একটু বুঝি রাঙা দেখালো মুখখানি। কপট রাগ দেখিয়ে সে বলে, আমি তো এখন দিদির সঙ্গে বাজি পোড়াচ্ছি।

আমাদের এই অত্যাধুনিক শহরের আকাশে বিলিতি মাস্টার পাইরোটেকনিশিয়ানের তৈরী আতশবাজির রোশনাই দেখতে দেখতে, আশেপাশের মানুষদের হাসি আর গল্প শুনতে শুনতে, অনেক দশক আগের একটা আপাত অন্ধকার সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের উঠোনের ছবি মনে ভেসে ওঠে পলিচাপা অতীতের গভীর তলদেশ থেকে। সেখানে মাটির প্রদীপ আর মোমের কম্পমান আলোয় স্বপ্ন লাজে অল্প রাঙা এক কিশোরীর মুখ ফুটে ওঠে কতদিন পরে, হঠাৎই। আপাতভাবে বিনা কোনো কারণ ছাড়াই।

শেষ



HAPPY
Durga Puja

2022

*Paintings by Beauty Mondal**Autumn Evening*

HAPPY
Durga Puja

2022

Ocean Side

HAPPY
Durga Puja

মা: বিউটি মণ্ডল

আমার মা আর নেই,
 হয়তো আছে নীল আকাশের মাঝে,
 ছোট্ট এক তারা হয়ে।
 নেই আর নাগালের মধ্যে।
 কত বার ডাকি,- মা, মা বলে,
 এখন আর আসে না সে,
 সোনামনি বলে, আদর ক'রে,
 কেউ ডাকে না আর।
 যখন আনন্দ হত,
 মা, মা বলে, মায়ের উপর,
 ঝাঁপিয়ে পড়তাম।
 মা আমায় জড়িয়ে ধরে শুধু হাসতো,
 আর বলতো,- আমি না থাকলে,
 থাকবি তুই কেমন করে?
 আমি তখন বলতাম,- তুমি আমায় ছেড়ে,
 যাবে কেমন ক'রে?
 মায়ের সে হাসি মুখ,
 আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে,
 কিন্তু তার আর লাগাল পাই না।
 মনে যখন দুঃখ হত,
 মায়ের কোলে মাথা রাখতাম।
 মায়ের হাত বোলানো জাদুতে,

HAPPY
 Durga Puja

সব দুঃখ, নিমেষে ভুলে যেতাম।

মায়ের গায়ের কাপড়ের -

কেমন এক অজানা গন্ধের টানে,

মায়ের কাছে বার বার ছুটে যেতাম।

কাপড়ের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতাম।

কি এক আনন্দে, মনটা ভরে উঠত,

তা প্রকাশ করার নয়।

আজ ও ঘুমের মধ্যে, মাকে দেখতে পাই,

জড়িয়ে ধরতে যাই, ঘুম ভেঙ্গে যাই,

মা কিন্তু নেই।

শুধু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে,

আজ ও ভাবলে, চোখ দুটো

কেমন ঝাপসা হয়ে আসে,

মা আর নেই-

শুধু মায়ের হাসি চোখে ভাসে,

অজান্তে চোখে জল আসে।

HAPPY
Durga Puja

The Magical Chess Board : Aharshi Roy (9 years old)

Once upon a time there were two friends. One friend was named Hensin and the other was named Manter. Hensin and Manter were very good friends. They also had a lot in common. They both liked the color orange, they played the flute, and they both were very good at soccer. But most of all, they both loved playing chess! Every day after school Hensin would come to Manter's house and before they did anything, they would play a game of chess. This is how their lives went.

One day Hensin's parents wanted to move to Colorado so they could have better jobs. Hensin told Manter that he had to leave. Manter was very disappointed that Hensin was leaving. So Manter told his parents that Hensin was leaving to Colorado, and he also wanted to move to Colorado. Manter's parents loved Manter a lot, so they decided that they would also move to Colorado. So, both Manter and Hensin started packing up. Movers came to both families' houses to pack things. Manter asked a mover where the chess board was kept. The mover said "Not in this bag" as he pointed to a bag. The mover was joking with Manter because the chess board was actually in that bag, and he thought Manter knew that he was joking. But Manter thought the mover was serious, so he said ok and walked away.

It took six months for the families to sell the house, fly to Colorado, buy a house there and get everything in. Once Hensin and Manter moved to Colorado they wanted to play chess. They searched the bags, but they couldn't find the chess board. They didn't search one bag and that bag was the bag with the chess board. The reason they didn't search that bag was because the mover said that it wasn't in that bag. Manter and Hensin thought they left it at their old house, so they got very sad. Manter told Hensin that they could still play chess, because they could ask Manter's dad to buy a new one. Still, Hensin was sad because that chess board had lots of memories. So Manter told his dad that he lost the chess board, and he needed a new one. The next day Manter's dad went shopping and at twelve o'clock, Manter and Hensin had a new

chess board! Once they got the chess board, they played ten games! As days went by, Manter and Hensin were happy.

Back in the bag, the chess pieces were sad. Yes, the chess pieces had feelings which meant the chess pieces were alive! You see, the chess board the friends used to play on was made a long time ago. A very long time ago. The person who made the chess board was named Nalter. Nalter knew something nobody knew and probably nobody will ever know. Nalter knew how to make non-living things turn into living things! Nalter loved playing chess. But he also liked watching other people play chess so he thought that if he made chess pieces alive, then he could always watch a game of chess! So, he made a chess board and turned the chess pieces alive. The chess pieces really liked Nalter and he liked them, too. So, they were very good friends. Nalter didn't want anybody to know his chess pieces were alive, so he hid them. When Nalter was very old, he told the chess pieces that before his death, he would give them to somebody else. He told them not to let anybody know that they were alive. Before he died, that somebody he gave the chess pieces to, was Manter's great grandfather and the pieces were passed down generation by generation. So yeah, the chess pieces were alive!

The black king said, "When will Manter and Hensin come back to play with us?"

"Well, they should come back soon," said the white king.

The white knight said, "My king, I don't think they will ever come back."

"They will come back!" shouted the black bishop. "I am sure they play the most games of chess in the world!"

"I wish we could play a game of chess now, but I don't want to be risked being seen now," said the poor pawn.

HAPPY
Durga Puja

The reason he is being called the poor pawn, is, because almost in every game he was the first thing to be eaten.

“Well maybe we can play a game now because the chances of us being seen are very low now,” said the queen.

“You’re right!” Said the rook.

“Wait a minute!” Shouted the bishop. “Let’s do a vote to see if most of the board is ok with playing a game of chess.”

“Good idea bishop!” Said the black king.

So, they all voted on whether they should play a game of chess or not. They ended up playing chess because playing chess had seventeen votes and not playing chess had fifteen votes. Playing a game of chess after a long time was very exciting. It was even more exciting playing by themselves after centuries. They played as they used to play when Nalter was alive. The kings were the generals of their team because they were the “Kings” and, they would do every thing to protect themselves, which is good. If a pawn were to rule, the pawn may sacrifice a queen so it can itself live. In the beginning of the game, white was in a bad position. In the middle of the game white’s position was getting better which resulted in white winning the game. But black didn’t care because it was exciting to play a game of chess all by themselves after a long time.

“Well, that was exciting!” Declared the white king.

“Actually” said a pawn, “We could play a game of chess every day because they are not coming soon”. “Good idea!” Said the rook. So, they all kept on playing chess.

Back in the real world, Manter and Hensin were having a good time. They were enrolled in a school and for the first time in their life they joined a chess club! Life was good and nothing too crazy happened other than when Hensin’s Dog went to their neighbor’s and the neighbor’s

dog came to their house. The two dogs looked the same. So, for a week they had different dogs until they realized they swapped dogs. Everything was fine until, on September nineteen something weird happened. Every Tuesday chess club took place, and September nineteen was a Tuesday. For chess club, Manter and Hensin's teacher told the class to share an experience they had with chess. Manter and Hensin shared their story about how their old chess board got lost.

A kid named Lanslot asked, "Who made the chess board?"

Hensin answered, "The chess board was made by a man named Nalter."

Suddenly the chess teacher looked shocked. Nobody noticed this except Hensin and Manter. The same things were in their minds right now, "Why is our chess teacher shocked?" Then the teacher said, "Ok class, now go and play some games of chess and I want Manter and Hensin at my desk."

Now it was Manter and Hensin's turn to be shocked. Why did their teacher, Mr. Ronfit, want to see them? Did they get in trouble for answering that question? So, the two friends walked to Mr. Ronfit's desk not knowing why they were called there.

"So, the person who made your old chess board was named Nalter, right?" asked Mr. Ronfit.

"Yes sir." Said the two friends at the same time.

"Well, did you know his last name was Ronfit?" Said Mr. Ronfit.

"What!" Said the two friends at the same time again.

"So, does that mean Nalter was your great grandfather?" asked Manter in surprise!

"Of course he is!" replied Mr. Ronfit.

"Well, that's cool!" said Hensin who was trying to calm himself down.

"That's not all." Said Mr. Ronfit who was about to say the most interesting thing the two friends have ever heard in their life. "Did you know that Nalter could turn non-living things into living things?"

The two friends literally fell out of their chairs. Then they said "We are ok! But is that true?"

"Of course, it is! I even have proof!" Replied Mr. Ronfit .

"What proof?" Said the friends as they got back on their chairs.

"Did you know that the chess pieces are alive and if you get the chess pieces, I can show you they are alive." Declared Mr. Ronfit.

The two friends fell out of their chairs again. They said, "We are ok, but is that really true?"

"Yes, it is, and the chess board is yours because Nalter gave it to your great grand father so anybody with the last name Lanton which is your last name, owns the magical chess board." said Mr. Ronfit.

Then Hensin said "So does that mean we are going to go on an adventure to find the old chess board?"

"Of course!" said Mr. Ronfit. "We will start today, and I will email your parents, so they know you are going to be gone for some time."

The friends looked at each other with a smile. They are actually going to go on a real adventure!

HAPPY
Durga Puja

After Mr. Ronfit dismissed the class, the adventure began! Hensin told Mr. Ronfit that they think the chess board is at Manter's old house. So, they drove to the airport to fly back to Houston. While they were on the plane Mr. Ronfit got an email. The email was from their parents. The email said that their parents were ok that their sons were going, and they were actually excited that their sons were going on an adventure! After two hours, they landed in Houston, and they went to Manter's old house. The family who lived in Manter's old house now, was named the Lars family. They asked the Lars family, if they have seen a chess board, but they said "no".

Then Hensin said "Let's ask the mover where he kept the chess board."

So, they drove all the way to the mover's house. They rang the doorbell of the red house. Then the door swung open, and the mover said, "come in!". After they got in the house, everybody sat down on chairs around a table. Then the conversation started.

"So, why have you come here children and who is this?" Asked Joton. (The mover's name is Joton). Hensin replied "Joton, this is Mr. Ronfit."

"Ok, nice to meet you Mr. Ronfit. Why did you travel to my house all the way from Denver?" Asked Joton.

"For very important reasons." Said Mr. Ronfit.

"Like what reasons?" asked Joton while improving his score of asking questions in this conversation between three.

"We need to find the chess board," answered Mr. Ronfit.

"Didn't I already tell you where the chess board is, Manter?" told Joton.

"No, you didn't," said Manter. "All you said that the chess board wasn't in that bag."

"Oh! So, you didn't know that I was joking?" Said Joton.

Manter replied, "I didn't know you were joking."

"That explains a lot of things." Said Joton, finally saying a sentence which is not a question.

"I was joking, and the chess board was actually in that bag, and I thought you knew I was joking so yeah, the chess board is actually in that suitcase."

"Is that actually true?" asked Hensin.

"It's one hundred percent true." Replied Joton.

After they said thank you to Joton, they drove to a hotel to spend the rest of the night there. The next day they were off! Everybody ate their breakfast very quickly because today was the big day. The flight from Huston to Denver took two hours again.

Once they were at the Denver airport, Mr. Ronfit immediately called a cab to pick them up. The destination was Manter's house of course, because the suitcase was still sitting there in the closet. Once they got to the house, they ran as fast as they could to the basement.

After they pulled the suitcase out of the closet, Manter said "This is it guys, the moment we've all been waiting for, has come."

"This is it." Said Hensin.

The only person who was not as excited as the friends were, was Mr. Ronfit. Then Mr. Ronfit said, "On the count of three we open the suitcase."

Then everybody said together "1, 2 ...3!"

It was weird how everybody thought they should have a long pause after 2, but it happened!

HAPPY
Durga Puja

Inside the suitcase, was the same chess board that they played with ever since they left Houston! Then Manter shouted to the chess pieces, "Hello chess pieces, my name is Manter Lanton, and can you please be alive?"

Then Mr. Ronfit said, "If you say that, the chess pieces will not come alive because they are alive, but they will not show any signs of life. If you want them to move and talk to you then you need to say a secret code." Then Mr. Ronfit began saying the secret code, "four thousand three hundred sixty-nine kings are checkmated on c three."

It was a very weird code, but it certainly worked! One second later, one pawn started to move. Then another pawn started to move. Soon every piece was moving!

Then the black king started to say something! "Hello Manter Lanton, I am the great black king who is definitely better than the white king. I shall serve you as I use my army to defeat the white army for your entertainment, so, please cheer for me."

After black king said his speech, white king said a speech which was like black king's speech, but it was opposite. For example, instead of him saying "I will defeat the white army for your entertainment," he said, "I will defeat the black king for your entertainment."

After a long time, every chess pieces got a chance to say a speech. The chess pieces had a lot of fun and after that, they all lived happily ever after.

The end

HAPPY

Durga Puja

Your Trusted Realtor for 18 Years

- ❖ Your Full Time Realtor having served 100's of RE clients **Since 2004**
- ❖ ***New Home buyers***, Get ***MOST MONEY BACK*** than any Agent.
- ❖ Existing Home buyers, Experienced Full Time Agent to GET the Home.
- ❖ List your home to **Sell in 2 days** for a very low cost.
- ❖ **Best Property Management** service in town.



Sreedhar Donthula

Principal Broker
MB Donthula Realty
(303)903-5211


DONTHULA REALTY
Agent@DonthulaRealty.com
<http://www.DonthulaRealty.com>

KUMON®

HAPPY

Durga Puja

2022



Namaste Plumbing
720-405-8848



HAPPY
Durga Puja

2022

Paintings by Aishani Dutta (9 years old)



HAPPY

Durga Puja



2022



સર્વો વાંચકેભ્યઃ શાન્તિકાપેઠા કામ્યકા
 લક્ષ્મણસ્ય જમણસ્ય જમો જમઃ ॥

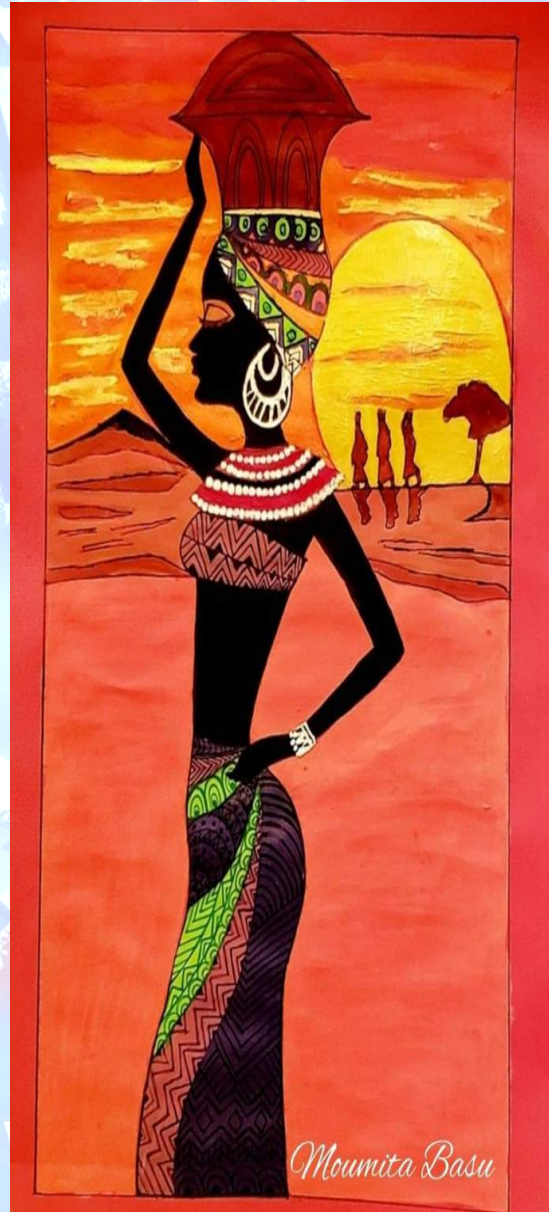
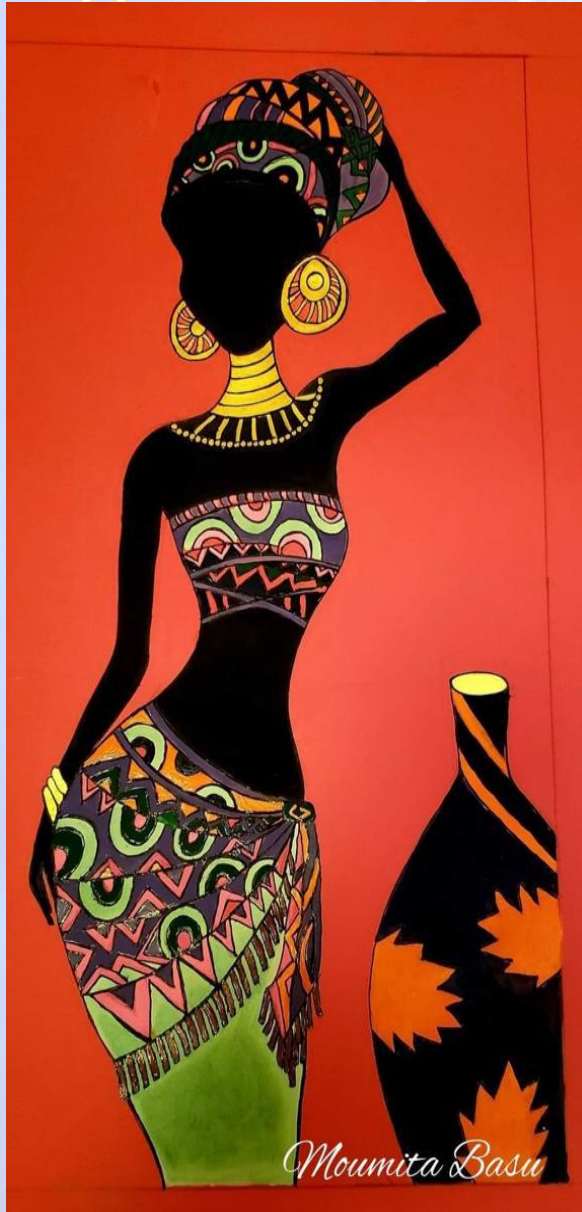
શાન્તિકાપેઠા રંધિયતા
 સર્વે જમો જમઃ ॥

શુભ શાન્તિકાપેઠા શાન્તિ
 જમણ

HAPPY
Durga Puja

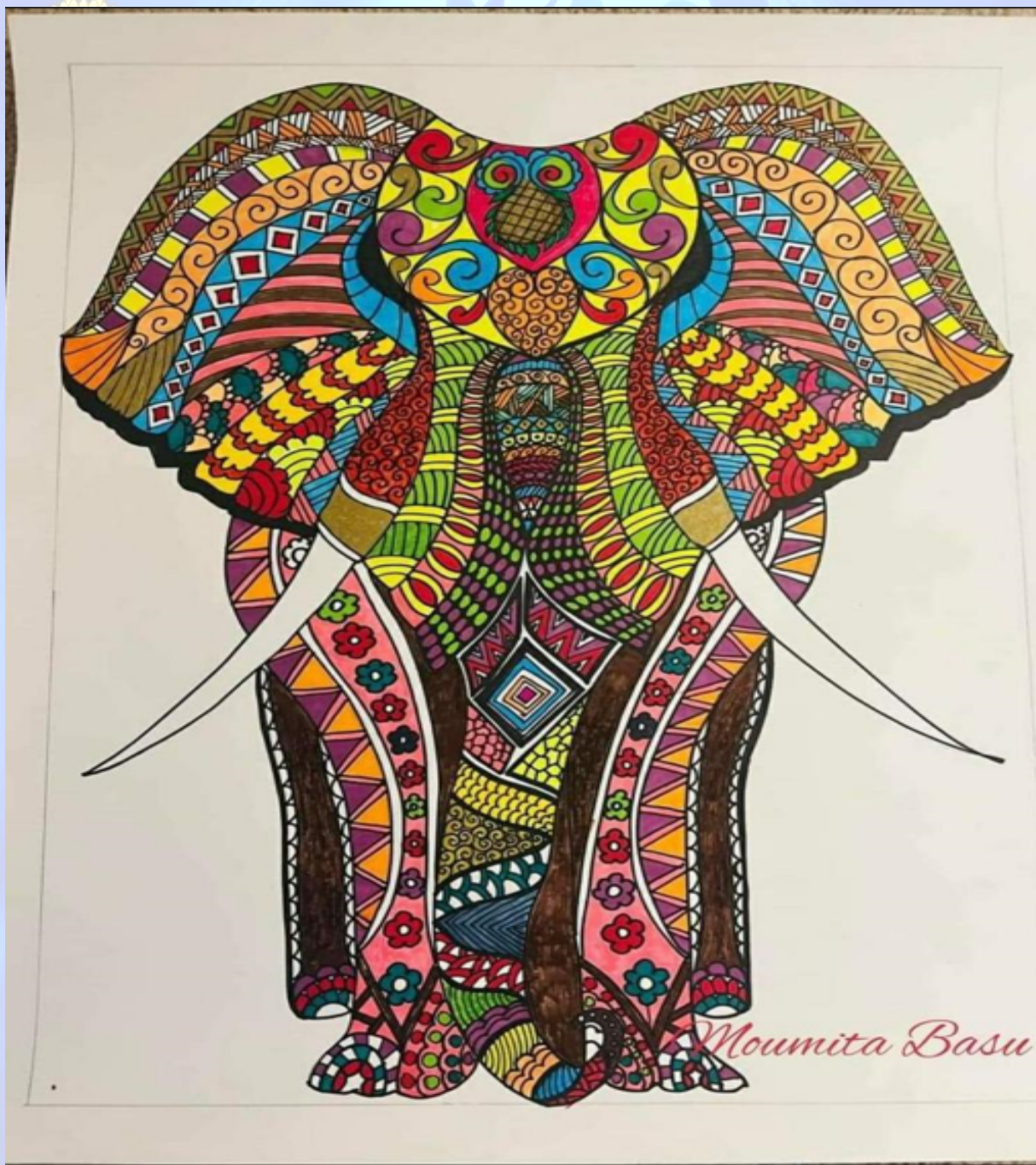
Paintings by Moumita Basu

Ebony Fashionista (African Beauty)



Durga Puja

2022

Decorated Elephant

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 सप्तशतकं २०२२
 सप्तशतकं २०२२
 सप्तशतकं २०२२

Durga Puja

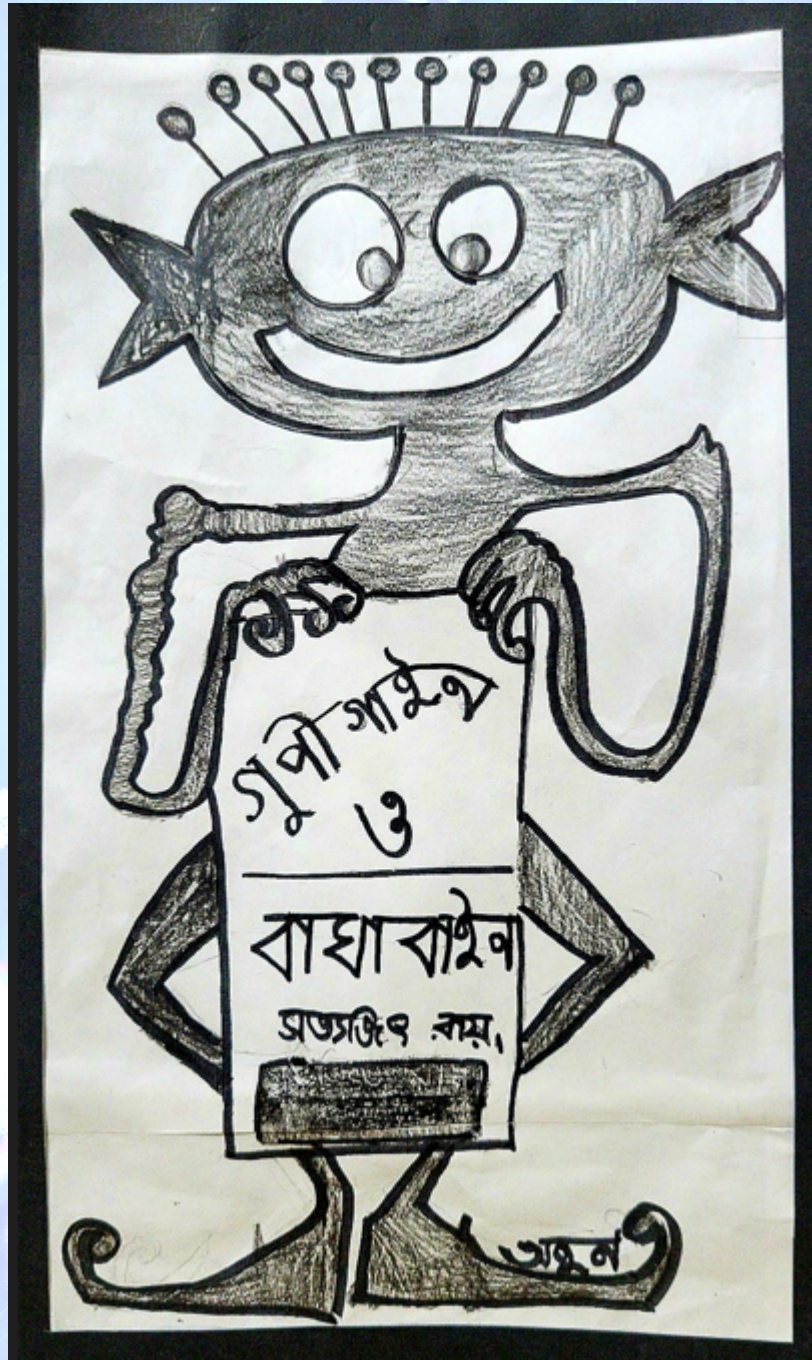
2022

Mother Nature



HAPPY
Durga Puja

Paintings by Ahan Sengupta (7 years old)



Durga Puja

2022



HAPPY
Durga Puja

Paintings by Ashmi Sengupta



Durga Puja



HAPPY
Durga Puja

2022



HAPPY
Durga Puja

সুখ : অমল কুমার মণ্ডল

সুখ, সুখ তো সবাই চায় -
 সুখটা তো, লুকিয়েই আছে
 তোমার মাঝেই ভাই।
 জানতে গেলে শিখতে হবে
 শিখতে নেই তো মানা,
 আর শিখতে গেলে জানতে তো হবেই
 যা নেই তোমার জানা।
 সুখটাকে তো ঘিরে আছে
 কিছু বডিগার্ড,
 আগে থেকেই জানতে হবে -
 নাহলে, হবেই কুপোকাত।
 মনটাকে তো খুশি রাখতে
 একটু ব্যায়াম করো,
 না পারলে একটু আধটু
 দৌড় ঝাঁপ মারো।
 ঘাম ঝরানো বাড়ির কাজ ও
 করতে তুমি পারো, শুধু,
 খুশি মনে কর কাজ
 সব লাজ লজ্জা ছাড়ো।
 মেডিটেশন বা ধ্যান যদি
 করতে নাই বা পারো,
 সন্ধ্যার সময় গীতা নিয়ে

HAPPY
Durga Puja

মন দিয়ে পাঠ করো।

পারবো না, হবে না – এ সব লোককে,
দূরে রাখা চাই -
এরাই তোমায় বিগড়ে দেবে
কঠোর হও তাই।
ভূত ভবিষ্যৎ বৃথা ভেবে
নষ্ট কর না কাজ,
ভাবতে হবে এখনেই কথা
কি করবে কাজ।
নিজের যত্ন, নিজের কাজ
শেষ আগে কর,
বাড়তি সময় বার করে
অপরের জন্য লড়া।
মানতে হবেই,- "চাওয়ার কোন শেষ নাই
বেশি চাওয়া বৃথা তাই।"
যা আছে অনেক আছে
ভাববে তুমি যখন,
অমনি এসে সুখ বাবাজি দেখা দেবে তখন।
যদি তুমি মনে চল
ঐ সকল কাজ,
সুখ বাবাজি থেকেই যাবে
মনটি তখন হবেই দরাজ।
অসুখ বিসুখ পালিয়ে যাবে
তখন তোমায় দেখে,
ভাববে তখন সুখী তুমি নিজের ঘরেই বসে।

HAPPY
Durga Puja

THE CRASH OF THE LEGO TRAIN: Anush Roy (9 year old)

CRASH, The bridge fell into the deep blue water! Little did I know that I would be on that bridge!

Two days earlier....

I was in my chair listening to a show named "Honey, where are my pants?????" Right then my wife came in the room and said, "Stop watching TV. You've been watching for 3 hours!"

"Ok, but what about that train trip to France?"

"We will talk about that later. Now you better go to sleep, or I will pull you there, Ok?"

The next morning, I woke up at exactly five'o clock because the train leaves at six'o clock. So, I ate breakfast and said goodbye to my wife and took the taxi to the train station. It was not far; it only took 15 minutes to get there. The trip was supposed to take two days to get there and I booked a first-class car to be in.

At eight'o clock, I ate a snack when we were in the mountains, but I was excited to go on the "Bridge of Wonder." It separated Lego city and France. It had 156 support beams and took 6 hours to get from one side to the other. On twelve'o clock,

I ate a tasty lunch when we were in the plains, and I saw some cows mooing around. At last came night, when I slept peacefully among the stars.

The next day I ate my breakfast and the conductor announced that we were approaching a small town named “Bridge Town” because it was near the “Bridge of Wonder.”

I was excited that we were near the “Bridge of Wonder.” I explored the town a bit and bought some things and there were so many bridges! People were walking on them and saying things I couldn’t hear. I ate my lunch there. And then I took the train, and we were about to enter the “Bridge of Wonder” and only then I saw how deep it was!

The train was chugging smoothly on the tracks, and not once did it occur, the thought of the train falling in the deep blue sea! In the afternoon, the train suddenly stopped. The crew tried to fix the engine, but it just wasn’t working. So they just gave up and accepted their fate (which you should never do!). And only then I started to realize that this is not the “Bridge of Wonder,” it is the “Bridge of Horror.”

The next day the train was still stuck, and I started to get scared. As for the other people, they were in the same condition as I was in. And then the real thing happened. At eleven o’clock a huge wave hit the bridge’s support beams and they started to wobble and in a blink of an eye, the bridge fell. Fortunately, I was on the back part of the train and the track was kind of bending, but it was little enough that it did not fall off the track. Though I was seriously injured, and my

head got plopped off my body. Thankfully, an ambulance came and immediately took me in.

Five days later, I woke up in a hospital room. My wife was there and was very happy to see me awake. The first thing I said was, "What happened?"

My wife said, “Don’t talk, you need rest.”

And then she left me to lay there. Very soon the bridge was reconstructed and had wave protection on every support beam, and they also made a 50-mile super bridge in the middle of the track so it wouldn't fall again. And as for me, I got a job at France and lived very peacefully there (until the next story!).

2022



**Xpert Advise
Financials**



LEAPS
School of Gymnastics

KRISHNA GROCERIES

Niki Khatri
Vinay Shah
400 W South Boulder Rd, #2800
Lafayette, CO-80026
303-665-8399 (Ph/fax)
303-641-7974 (cell)
<http://www.krishnagroceries.com>



LAW FIRM OF
JEREMY ROSENTHAL

We'll Take Care of It

Durga Puja

Painting by Anushka Banerjee



Durga Puja

সারিস্কার রহস্য :মৌ পাল

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। একটা ভীষণ হৈহট্টগোল এর আওয়াজ আসছে। তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে ঘরের বাইরে এসে দেখি, কয়েকজন লোক কাউকে ধরাধরি করে নিয়ে লজের গেট দিয়ে ঢুকে এদিকেই আসছে। সামনে গিয়ে দেখি মাটিতে রক্তে মাখামাখি হয়ে শুয়ে আছে হেমেন্দ্র। আর সামনে মূর্ছিত প্রায় হয়ে বসে আছে শাওন। ওকে ধরে রেখেছে মৃত্তিকা আর কেমন একটা শূন্য দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দীপ্ত। কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমাকে দেখে দীপ্ত বলে ওঠে, "পারিজাতদা, হেমেন্দ্র আর নেই। আমারই দোষে ওকে চলে যেতে হল"।

ভাবছিলাম ভাগ্যচক্রের কি অদ্ভুত খেলা। এই তো গত দুদিন আগেই এই চারজনের সাথে আলাপ হল, আর এখন তাদের মধ্যে একজন আর নেই।

আগে একটু নিজের পরিচয় দিয়ে নিই। আমার নাম পারিজাত। পেশায় ফটোগ্রাফার, আর নেশা ভ্রমণ। এবার বেড়াতে এসেছিলাম জয়পুর আর তার সংলগ্ন এলাকা। রাজস্থানের ঝাল খাবার আমার মত পেটরোগা বাঙ্গালির আর সহ্য হচ্ছিল না। বাঙ্গালি খাবার খুঁজতে খুঁজতে এক রেস্টুরাঁতে খেতে গিয়ে আলাপ হয়ে যায় এই চারজনের দলটির সাথে। মৃত্তিকা আর তার স্বামী দীপ্ত, দীপ্তর বোন শাওন আর তার স্বামী হেমেন্দ্র। দীপ্ত আর মৃত্তিকা কলকাতা থেকে বোনের কাছে জয়পুরে বেড়াতে এসেছে। শাওনের স্বামী হেমেন্দ্র আদতে রাজস্থানের ছেলে। ওরা নাকি আলওয়ার এর রাজপরিবারের একটি শাখা। মানে সেদিক থেকে দেখতে গেলে হেমেন্দ্র একজন প্রিন্স। শাওন রাজস্থানে পড়তে এসেছিল দুই বছর আগে। তারপর হেমেন্দ্রর সাথে আলাপ, প্রেম এবং বিয়ে। মৃত্তিকা হাসতে হাসতে বলছিল,

- "ভাবিনি যে আমার এই পড়ুয়া, শান্ত ননদটি এখানে পড়তে এসে একবছরের মধ্যেই এরকম একটা ধামাকাদার প্রেম করে পরিবারে ঝড় তুলে দেবে।"

আমি একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করি। "কেন, মেনে নিতে একটু অশান্তি হয়েছিল না কি?"

- "মানে, মা বাবা, বুঝতেই পারছেন, একটু পুরানো মতের লোক। আমি-ই সবাইকে বুঝিয়ে রাজি করাই। আমার হাসব্যাভটিও কিন্তু কম ওল্ড স্কুল নন।"

দীপ্ত একটু অস্বস্তির হাসি দিয়ে বলে, "আসলে এত হঠাৎ করে, আমরা তো কিছুই জানতাম না, তাই একটু। কিন্তু এখন তো সব ঠিক, তাই না শাওন?"

শাওন মৃদু হেসে সম্মতি জানায়। সত্যি, মেয়েটি খুব শান্ত। আর দেখতে একেবারে দেবীপ্রতিমার মতো, যেন বাংলার সবটুকু মাধুর্য দিয়ে তৈরি এক লক্ষ্মী মূর্তি।

ওদিকে হেমেন্দ্র একেবারে ছটফটে এক তরুণ। আমরা কথা বলছিলাম হিন্দি, ইংরাজি আর বাংলা মিশিয়ে। ও বেশ ভালই বুঝতে পারছিল যে ওদের বিবাহ পূর্ববর্তী ঝামেলা নিয়ে কথা হচ্ছে। হঠাৎ করে শাওনের হাতটি নিয়ে একেবারে ফিল্মি স্টাইলে নিজের বুকুর উপর রেখে বলে ওঠে,

-"But, I have kept you as a queen, right my darling ? মগর আভি ভি তুমহারি দাদা কো মেরে পর পুরা ভরোসা নেহি হয়, ইসি লিয়ে তো হামারা ঘর দেখনে চলে আয়ে হয়। মগর ইয়ে মেরা, এক প্রিন্স কা ওয়াদা হয় কে উনকো কোই শিকায়ত কি অবসর নেহি দুঙ্গা।"

শাওন লজ্জা মাখা মুখে তাড়াতাড়ি হেমেন্দ্রর হাতটা সরিয়ে দেয়। আমি আর মৃত্তিকা হেসে উঠি।

বেশ ভাল লেগেছিল এই তরুণ দলটির সাথে কথা বলে। হেমেন্দ্রই বলে সারিস্কা ন্যাশনাল পার্কের কথা। ওরা ওখানে যাচ্ছে কয়েকদিনের জন্য। এক বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে, একটি জায়গায় ভাল টাইগার সাইটিং দেখা যাচ্ছে। হেমেন্দ্র হাসি মুখে বুক ঠুকে বলেছিল - "আপ চলে আইয়ে হামারে সাথ। আপকো টাইগার দিখাকে রাহুঙ্গা, ইয়ে এক প্রিন্স কা ওয়াদা হয়।" ওর চেনাশোনা একটি হোম স্টের ঠিকানা দেয়। ফটোগ্রাফির লোভে আমিও রাজি হয়ে যাই। তবে পরদিন ওদের সাথে না, দুদিন বাদে আমি আলাদাই উপস্থিত হই হোম স্টেতে।

জঙ্গলের একেবারে ধার ঘেঁষে এই হোম স্টেটি। মালিক বিষণলাল, তাঁর স্ত্রী আরতি আর কিশোরী কন্যা রেণুকে নিয়ে এই হোমস্টেটি চালান। বেশ মাঝারি সাইজের একটি লজ। তিন চারটি পরিবার একসাথে থাকতে পারে। এখন অবশ্য আমরা এই কয়েক জনই আছি। বিষণলালজী পরিবার নিয়ে একটু দূরে একটা বাড়িতে থাকেন। ওঁরা নাকি বংশ পরম্পরায় আগে হেমেন্দ্রর পরিবারে কাজ করতেন। তাই হেমেন্দ্রর পরিবার আর তার সাথে আমারও খুব খাতির যত্ন চলছিল। এখানে এসে জানতে পারলাম যে হেমেন্দ্রর খবর সঠিক। খুব কাছেই ব্যাঘ্র মহারাজের দর্শন পাওয়া গেছে। আর তাঁর পায়ের ছাপ দেখা গেছে বলতে গেলে আমাদের হোম স্টের এক-দুই মাইলের মধ্যেই। বিষণলালজী সাবধান করে দিয়েছিলেন, রাত্রে যেন আমরা লজের চৌহদ্দির বাইরে না বেরোই। বেশ একটা ভয়মিশ্রিত উত্তেজনা বোধ করছিলাম। পরদিন আমরা সকলে মিলে জীপ সাফারিতে বেরোলাম। ব্যাঘ্র মহারাজের দর্শন যদিও পাইনি, তবে তাঁর পদচিহ্নের কিছু নিদর্শন পেলাম। আর বেশ কিছু সম্বর আর ময়ূরের ফটো তুলতে পেরে অতটা আফসোস ছিল না।

সেদিন রাত্রে খাবার টেবিলে বুঝতে পারছিলাম যে রেস্টোরারঁর সেই হাসিখুশি পরিবেশটা যেন মিসিং; ওদের মধ্যে একটা চাপা টেনশন চলছে। দীপ্ত তো একটু গম্ভীর প্রকৃতির, সে একেবারেই চুপ। শাওন টুকটাক কথা বলছে, কিন্তু মুখে যেন একটু বিষণ্ণতার ছাপ। এমনকি অত যে প্রাণবন্ত হেমেন্দ্র, সেও যেন মুখে লাগাম দিয়ে রেখেছে। আর শুধু ড্রিঙ্ক করে চলেছে। শাওন একবার অনুরোধ করল আর ড্রিঙ্ক না করতে। হেমেন্দ্র কিছু না বলে সোজা উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। শাওন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে ওঠে,

-“আসলে ওর ব্যবসায় একটু ঝামেলা চলছে, তাই একটু টেনশনে আছে।” মৃত্তিকাও সায় দিয়ে ওঠে, -“হ্যাঁ, সত্যি খুব চাপ যাচ্ছে কদিন ধরে। প্রচুর ফোন কলস আসছে। ভাবছি আমরা কালই জয়পুরের দিকে রওনা দেব। আমাদের বাড়ি ফেরারও তো সময় হয়ে এলো।”

আমি বললাম -“হ্যাঁ, আমিও আর একদিন ব্যাঘ্রদর্শনের ভাগ্য পরীক্ষা করে তাই করব। পরিবেশটা একটু লঘু করার জন্য গানের সুরে বলে উঠি, “তারে আমি চোখে দেখিনি, তার পায়ের ছাপ তো দেখেছি।”

শাওন আর মৃত্তিকা হেসে ওঠে। দীপ্তের ঠোঁটের কোণেও হাসির আভাস দেখা যায়। বেশ রাত হয়ে গেছিল, তাই সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে আসি নিজের ঘরে। তারপর জেগে উঠে দেখছি এই তো কাণ্ড!

ইতিমধ্যে পুলিশ এসে পড়েছে। আমাদের সামনেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। আস্তে আস্তে পুরো ব্যাপারটা জানতে পারি। হেমেন্দ্র নাকি ঘরে এসে আরো ড্রিঙ্ক করছিল। শাওন বারণ করাতে ওর উপর রাগ করে ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। শাওন ভয় পেয়ে দীপ্তকে এসে জানায়। দীপ্ত ওকে খুঁজতে বেড়িয়ে পড়ে, সাথে নিয়ে নেয় হেমেন্দ্রর রাইফেলটা। রাত্রে এই জঙ্গল একেবারেই নিরাপদ নয়। বিষণ্ণলালজীর ঘরে গিয়ে ওকেও ডেকে নিয়ে দুজনে মিলে ওকে খুঁজতে বেরোয়। আজ পূর্ণিমার রাত ছিল, তাতে একটু সুবিধা হয়েছিল। খানিক দূর গিয়ে ওরা দেখে হেমেন্দ্র একটা গাছের তলায় বসে আছে। ওরা ওকে ডাকতে যাবে, হঠাৎ দেখে একটা কালোছায়া হেমেন্দ্রর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে। মাথাটা চেপে ধরে দীপ্ত বলে ওঠে,

- “তব্ ইতনা কুছ সোচনে কা টাইম নেহি থা। ম্যনে সোচা উওহ টাইগার হেমেন্দ্রকো খতম কর দেগা। So I pulled the trigger. But never did I thought that it will actually kill Hemendra instead.” দীপ্ত হাহাকার করে ওঠে।

ইন্সপেক্টর বলেন, “তো টাইগারকো কোই গোলা নেহি লগা ?”

- "নেহি, উওহ তো ভাগ গয়া অউর হামলোগ হেমেন্দ্র কো লেকর busy হো গয়ে থে।"

ইন্সপেক্টর বিষণলালের দিকে ফিরে বলেন "ইয়ে সচ বোল্ রহা হ্যায় কেয়া?"

- "হাঁ বাবুজি, সব সচ হ্যায়। ম্যায় তো বরাবর ইনকে সাথ থে। হামারে ঘর পে হি কুমার সাহাব কা দেহান্ত হো গয়া, ইসসে বড়ি আফসোস কি কোই বাত নহি হ্যায়।"

ইন্সপেক্টর আমাদের সবার দিকে ফিরে বললেন যে - "মেরা পারমিশন কে বগড় আপ সব লোগ ইয়ে লজ ছোড় কর আব নেহি যা সকতে হ্যায়। অউর দীপ্তজী, আপকো হামারে সাথ থানে মে যানা হ্যায়। থোরা অউর পুছতাছ কি জরুরত হ্যায়।"

শাওন আতঁস্বরে বলে ওঠে "দাদাভাই"। দীপ্ত ওর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেয়, তারপর আমার দিকে ফিরে বলে ওঠে, "ওদের দুজনকে একটু দেখবেন, পারিজাতদা।" তারপর পুলিশের জিপে উঠে চলে যায়।

আমি আর মৃত্তিকা শাওনকে ধরে নিয়ে আসি ওর ঘরে। শাওন অস্ফুটস্বরে সমানে বিলাপ করে চলেছিল। আমি দেখছিলাম মৃত্তিকা কতটা শক্ত মনের মেয়ে। শাওনকে একটা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়ে আমাকে বলল যে "পারিজাতদা, আমরা এখন ঠিক আছি। আপনি কিন্তু নিজের ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন।"

- "না না, আমি একেবারে ঠিক আছি। কিন্তু এটা কি হয়ে গেল বলতো। হেমেন্দ্রর মত এত প্রাণবন্ত একটি ছেলে এভাবে চলে গেল। শাওন এর জীবনটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। আর তার সাথে দীপ্ত আর তুমিও এভাবে জড়িয়ে পড়লে! মাঝে মাঝে ভাবছি, হেমেন্দ্র যদি এত ড্রিঙ্ক না করত, এসব হয়তো কিছুই ঘটতো না। ও কি একজন habituated drinker?"

মৃত্তিকা ম্লান হেসে বলে, "কি বলি বলুনতো। সবই ভাগ্যের দোষ। জানেন, শাওন খুব সরল। ও নিজেও বোধ হয় বিয়ের আগে বুঝতে পারেনি যে হেমেন্দ্রর এই ড্রিঙ্কিং প্রব্লেমটা আছে। আসলে হেমেন্দ্র ওর রূপে তখন মুগ্ধ হয়ে হয়তো অনেক কিছু-ই লুকিয়ে রেখেছিল। আর ও সেটা বুঝতে পারেনি। আমিও তো কত তদবির করে ওদের বিয়েটা দিলাম, আর এত তাড়াতাড়ি সেটা শেষ হয়ে গেল। ওদিকে দীপ্তর যে কি হবে জানি না।"

রাত প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব দিগন্তে আলোর আভাস। আমি বললাম "দাঁড়ান, আরতিজি কে বলে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি। মাথাটা পুরো ধরে আছে।"

মৃত্তিকা বলে ওঠে; "সাবধানে যাবেন। এখন অবশ্য ভোর হয়ে আসছে।"

আমি বলি, "হ্যাঁ, এক রাত্রে বাঘ বোধহয় আর দুই বার আসবে না।"

লজের চৌহদ্দি পেরিয়ে আর একটু দূরে বিষণলালের ছোট্ট কোঠাবাড়ি। বেড়ার গেট সরিয়ে ঢুকতে যাব, শুনলাম ভিতরে কিশোরীকণ্ঠের কান্না। ওদিকে বিষণলাল

সান্ত্বনা দিচ্ছে, “রো মত বিটিয়া, অব্ তো সব ঠিক হো গয়া।” আমার পায়ের আওয়াজ পেয়েই বোধহয় আরতি বেরিয়ে আসে।

- “আরে বাবুজি, কোই কাম থা কেয়া?”
- “হাঁ, থোড়া চায়ে মিলেগা?”
- “জরুর, আভি ভেজতি হু”।

বিষণলালও বেড়িয়ে আসে – “হাঁ বাবুজি, ম্যায় আভি লে কর আতা হু।”
আমার একটু কৌতূহল হয়, “বিষণলাল, রেণু রো রাহি হ্যায় কেয়া?”

- “হাঁ বাবুজি, থোড়া শক মে হ্যায়। হেমেন্দ্রজী উসকো বহুত প্যার করতে থে।”
- “উওহ তো সহি বাত হ্যায়।” বলে আমি চলে আসি লজের দিকে। আসলে এরা তো বংশানুক্রমে হেমেন্দ্রর পরিবারের হয়ে কাজ করেছে, তাই এই টানটা থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিষণলাল কেন মেয়েকে বলছিল যে এখন সব ঠিক হয়ে গেছে! কে জানে, হয়ত আমার-ই শোনার বা বোঝার ভুল।

লজে ঢুকে শাওনের ঘরে ঢুকে দেখলাম শাওন তখনো ঘুমাচ্ছে। আর মৃত্তিকা একটি চেয়ারে বসে উদাস দৃষ্টিতে বাইরে চেয়ে আছে। ঘরে ঢুকে মৃত্তিকাকে রেণুর কথা বলতে যাব, হঠাৎ চোখে পড়ল মাটিতে পড়ে আছে একটা দুল, ভোরের সূর্যের আলোয় সেটি চিকচিক করছে। আমি তুলে নিয়ে মৃত্তিকাকে দেখাই, “দেখো ত মৃত্তিকা, একটা দুল। মনে হচ্ছে পিতলের, তাই না?” মৃত্তিকা যেন কেমন চমকে ওঠে। “ওঃ, এতো আমারই দুল। কোনভাবে হয়তো কান থেকে পড়ে গেছে।” বলে তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে নিয়ে নেয়। আমাদের কথাবার্তায় হয়ত শাওনের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। দুলটার দিকে ও কেমন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়েছিল। তারপর বলে ওঠে – “সব-ই কর্মফল। শুধু আমার ভাগ্যের দোষে আজ দাদাভাইয়ের এই অবস্থা।”

অপ্রস্তুত মৃত্তিকা বলে ওঠে “দেখুন তো পাগল মেয়ের কাণ্ড। সবকিছুর জন্য শুধু নিজেকে দোষী করে চলেছে।”

আমিও একটু অপ্রস্তুতে পড়ে যাই। বলে উঠি, “আচ্ছা, চা আসছে। আপনারা একটু নিরিবিলিতে কথা বলুন, আমিও একটু নিজের ঘরে যাই, কয়েকটা কাজ পড়ে আছে।”

নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ি। কোথায় যেন একটা খাপছাড়া লাগছে। এদিকে আমি তো এখানে কতদিনের জন্য আটকে গেলাম, কে জানে। পুলিশের অনুমতি ছাড়া কবে বেরতে পারব জানি না।

হেমেন্দ্রর নিকটাত্মীয় বলতে ওর কাকার পরিবার। ওর মা বাবা বহুদিন আগেই মারা গেছেন। পরদিন সকালে তাঁরা এসেছিলেন। খুব যে শোকাহত, মনে হল না। বরং ব্যস্ত ছিল পারিবারিক ব্যবসা আর সম্পত্তির ভবিষ্যৎ কি হবে তাই নিয়ে শাওনের

সাথে আলোচনা করতে। বিকেল নাগাদ পুলিশের গাড়ি এসে দীপ্তকে ফেরত দিয়ে গেল। জানা গেল, আপাতত দীপ্তের বিরুদ্ধে ওদের কোন অভিযোগ নেই। আসলে বিষণলালের সাক্ষ্য খুব সাহায্য করেছে। তাছাড়া যেখানে হেমেন্দ্রর মৃতদেহ পাওয়া গেছে, তার আশেপাশে বাঘের পায়ের ছাপও দেখা গেছে। তবে মামলা একটা অবশ্যই হবে। তখন হয়তো দীপ্তকে এখানে এসে হাজিরা দিতে হবে। আমরা সবাইও অনুমতি পেলাম লজ ছেড়ে চলে যাবার। শাওন, দীপ্ত আর মৃ্তিকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিলাম কলকাতার দিকে। মনটা ভার হয়ে ছিল। কানে বাজছিল হেমেন্দ্রর সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বরের হাসি। ওর আমাকে বাঘ দেখানোর প্রতিজ্ঞারক্ষা আর হল না। ভাগ্যের আশ্চর্য ফেরে, সেই বাঘের জন্য-ই ও মারা পড়ল।

কলকাতায় পৌঁছে নিত্যকার জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, সারিষ্কার দিনগুলি ফিকে হয়ে এসেছিল। হঠাৎ সেদিন একটা অযাচিত ছুটি পেয়ে যাওয়াতে ভাবলাম, অনেক ফটো প্রসেসিং বাকি পড়ে আছে। ওগুলো নিয়ে একটু বসি।

জয়পুরের ফটোগুলি দেখতে দেখতে বেশ মন খারাপ লাগছিল। ওদের চারজনের অনেকগুলি গ্রুপ ফটো তুলেছিলাম। সারিষ্কার ছবি প্রসেস করতে করতে হঠাৎ একটি ছবিতে চোখ আটকে গেল। বিষণলালের কিশোরী কন্যা রেণুর একটা ক্লোজ-আপ তুলেছিলাম। খুব মিষ্টি লাগছে ওকে। কিন্তু ওর কানের দুলটাও তো খুব চেনা লাগছে! এই দুলজোড়ার একটিই তো আমি শাওন আর হেমেন্দ্রর ঘরে পেয়েছিলাম! অথচ মৃ্তিকা তো বলেছিল এটা ওর দুল। একজন কলকাতাবাসী শহুরে মহিলা আর এক গ্রামের রাজস্থানি কিশোরী এক-ই দুল পরবে, এই সমাপতনটিও খুব আশ্চর্য লাগছিল। ভাবলাম অনেক দিন তো ওদের খোঁজ খবর নেওয়া হয়নি। এই কয়েকটা ছবির প্রিন্ট নিয়ে একদিন দেখা করতে যাব। ঠিকানা আগেই নেওয়া ছিল।

সেইমত আগে থেকে ফোন করে একদিন পৌঁছে গেলাম দীপ্তর বাড়িতে। মৃ্তিকা আর দীপ্ত সাদর অভ্যর্থনা জানাল। দীপ্তের মা বাবা বাড়ি ছিলেননা। শাওনও অফিসের কাজে বাড়ির বাইরে, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে।

প্রথমেই মৃ্তিকা খুশির খবরটি শোনালো। কোর্ট দীপ্তকে বেকসুর খালাস দিয়েছে। হেমেন্দ্রর পরিবারের কেউ কোন আপত্তি করেনি। তাছাড়া শাওন ওর সব সম্পত্তির অধিকার ওদের ছেড়ে দিয়েছে, তাই ওদের আর কোন আগ্রহ নেই এই মামলা নিয়ে।

-“বাহ, খুব ভাল খবর আর শাওন নিজে কেমন আছে?”

-“অনেকটা সামলে উঠেছে। এখন একটা ছোটো কোম্পানিতে জয়েন করেছে।” বলে ওঠে মৃ্তিকা।

• “আর দীপ্ত, তুমি?”

Durga Puja

দীপ্ত একটু চমকে ওঠে। “আমি, মানে ? আচ্ছা হ্যাঁ, গিলটি ফিলিংসের কথা বলছেন তো ? সে তো সর্বক্ষণের সাথী। কি আর করা যাবে বলুন তো ?”

আমি মৃত্তিকার হাতে ছবিগুলো তুলে দিই। “এই নাও, তোমাদের চারজনের বেশ কিছু ফটো আছে।” ছবিগুলো দেখতে দেখতে দেখতে হঠাৎ রেণুর ছবিটায় এসে মৃত্তিকা থমকে যায়।

- “বেশ সুন্দর ছবি তাই না?” আমি বলে উঠি।
- “হ্যাঁ পারিজাতদা, রেণুর মধ্যে বেশ একটা ফটোজেনিক ব্যাপার আছে।”
- “আচ্ছা, রেণুর কানের দুলটা কি তোমার চেনা লাগছে ?”
- “কই, না তো ?”
- “কিন্তু আমি যে ঠিক এইরকম-ই একটা দুলের জোড়া শাওনের ঘরে পেয়ে তোমাকে দিয়েছিলাম আর তুমি বলেছিলে ওটা তোমার দুল। কোনভাবে হারিয়ে গেছিল।”

মৃত্তিকার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। দীপ্ত আমাদের কথা শুনছিল একটু অবাক হয়ে। এখন একটু রুক্ষ স্বরেই বলে ওঠে, “তাতে কি হয়েছে, পারিজাতদা? ভুলে তো যেতেই পারে। তাছাড়া এক-ই দুল দুজনের কাছে থাকতে পারে না ?”

- “সে পারে, তবে দুজনের আর্থসামাজিক পার্থক্য এত-টাই যে একটু আশ্চর্য লাগছে। তাছাড়া লক্ষ্য করলে দেখবে এটা একটা টিপিক্যাল রাজস্থানি দুল, এতে ওই অঞ্চলের কারিগরির বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট।”
- “তাতে কি হল? মৃত্তিকা ওখান থেকে কিনতে পারে না দুলটা? আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, বলুন তো।” দীপ্ত স্পষ্ট রাগতস্বরে বলে ওঠে।
- “দেখ, সে তো অনেক কৈফিয়তই দেওয়া যায়।” আমি-ও একটু জোর গলায় বলে উঠি। “কিন্তু আমার মনে হয় হেমেন্দ্রর মৃত্যুর সাথে রেণুর কোন সম্পর্ক আছে।” তারপর সেদিন বিষণ্ণালার বাড়ির বাইরে ওদের যে কথোপকথন শুনেছিলাম, তাই বলি।

দীপ্ত আর মৃত্তিকা চুপ করে একটু বসে থাকে। তারপর দীপ্ত বলে ওঠে,

- “আপনি কি চান পারিজাতদা ? আপনি আমাদের বিশ্বাস করেন তো ?”

আমি বলি- “আমি শুধু সত্যটা জানতে চাই দীপ্ত। তোমাদের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। কিন্তু একজন নাগরিক হিসাবে আমারও কিছু দায়দায়িত্ব আছে। হেমেন্দ্রকে আমি বেশ পছন্দ করে ফেলেছিলাম ওই কদিনে। ওর কি হয়েছিল, সেটা জানা আমার কর্তব্য মনে করি।”

- “বেশ, তবে শুনুন।” দীপ্ত দৃঢ় স্বরে বলে ওঠে।
- “সেদিন আপনি চলে যাওয়ার পর আমরা তিনজন আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে উঠে পড়ি। শাওন ওর ঘরে গিয়ে দেখে হেমেন্দ্র তখনও ড্রিঙ্ক করে

চলেছে। ওদের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়। আপনি হয়তো বুঝতে পারেননি, পারিজাতদা, ওদের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই অশান্তি চলছিল। শাওন লোক চিনতে ভুল করেছিল। হেমেন্দ্রর চরিত্রে অনেক দোষ ছিল। মদ্যপান তো শুধু একটি, সেকালের রাজারাজড়াদের মতো জুয়া খেলা এবং শাওনের সন্দেহ হচ্ছিল যে নারী আসক্তিও তাতে যুক্ত হয়েছিল। আমরা তো এত কিছু জানতাম না। জয়পুরে গিয়ে বুঝতে পারলাম। কিন্তু শাওন লজ্জায় আমাদের আগে কিছু বলতে পারেনি। আসলে বাড়ির সবার অমতে বিয়ে করেছিল। আর হেমেন্দ্রকে ও খুব ভাল -ও বাসত। যাই হোক, আমি আর মৃ্তিকা ঠিকই করে ফেলেছিলাম যে ওকে নিয়ে আমরা কলকাতা চলে আসব। শাওনকে প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছিলাম।”

- “তো সেই রাতে রাগারাগি করে শাওন আমাদের ঘরে এসে বলে, বৌদি, আজ আমি এখানে-ই শোবো।” মৃ্তিকা এবার খেই ধরে।
- “দীপ্ত খুব ক্লান্ত ছিল। ও কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। আমরা নন্দ – বৌদিতে একটু গল্প করে শুয়ে পড়েছিলাম। আমিও গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একটা হান্কা দুম করে আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাকিয়ে দেখি শাওন পাশে নেই। কি মনে হতে তাড়াতাড়ি শাওনের ঘরে ছুটে গিয়ে দেখি, হেমেন্দ্র রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে, পাশে দাঁড়িয়ে রেণু আর শাওনের হাতে বন্দুক।”
- “সেদিন অনেক রাত অবধি রেণু আমাদের লজে ছিল। ওদের কি একটা উৎসব ছিল পরের দিন। তাই রাতের বেলা কিচেনে কাজটা এগিয়ে রাখছিল। বিষণলালজী পরে এসে ওকে নিয়ে যেত। হেমেন্দ্র বরফ নেওয়ার জন্য কিচেনে এসে রেণুকে দেখে। তারপর ওকে কিছু জিনিস নিয়ে ওর ঘরে যেতে বলে।

বলতে খুব ঘেন্না করছে পারিজাতদা, হেমেন্দ্র এমনিতে-ই খুব একটা চরিত্রবান নয় আর মদ খেলে তো পুরো অমানুষ হয়ে উঠত। রেণুকে ঘরে ডেকে ও অত্যাচার করতে চলেছিল। কিন্তু কোনভাবে শাওনের কানে বোধহয় রেণুর করুণ আর্তি পৌঁছায়। ও ঘরে ঢুকে হেমেন্দ্রকে রোখার চেষ্টা করে, তারপর বন্দুক দিয়ে ওকে ভয় দেখাতে গিয়ে গুলি ছুটে গিয়ে ওর মৃত্যু হয়।”

- “আমি সাথে সাথে ছুটে গিয়ে দীপ্ত আর বিষণলালজীকে ডেকে আনি। শাওন চেয়েছিল পুলিশের কাছে ধরা দিতে। হেমেন্দ্রর প্রতি ওর কোন ভালবাসা আর অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু একটা নরহত্যার দায় ও ঝেড়ে ফেলতে চায়নি। কিন্তু আমরা এটা মানতে পারছিলাম না যে একটি নরপশুর জন্য ওর সারাটা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। দীপ্ত তো বোনকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। ও বলল যে ও-ই দায়ভাগটা নেবে। শাওন তাতে কিছুতেই রাজি নয়। তখন বিষণলালজী-ই

পরামর্শ দিলেন যে এটার সঙ্গে বাঘের কাহিনী জুড়ে দিতে আর উনি সাক্ষ্য দেবেন দীপ্তের নির্দোষিতার। আসলে ওনারও একটা বড় স্বার্থ জড়িয়ে ছিল। শাওন বা দীপ্ত, যেই পুলিশের কাছে ধরা দিক না কেন, রেণুর নামটা ঠিক- ই জড়িয়ে যেত। আর ওদের গ্রামের দিকে এরকম খবর রটে গেলে সেই মেয়ের ভবিষ্যৎ বলে আর কিছু থাকে না। তাছাড়া আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা তো ছিলই। আমরাও ভেবে দেখলাম হয়তো এটাতেই সকলের মঙ্গল। একটা চান্স নিয়ে দেখাই যাক না।”

আমি রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলাম। বলে উঠি, “তাহলে হেমেন্দ্রর বডিটা?”

- “বিষণ আর দীপ্ত মিলে গাড়িতে করে ওটা জঙ্গলে রেখে আসে। তারপর লোকজন জড়ো করে হৈ-হল্লা তুলে বাঘের কাহিনীটা প্রতিষ্ঠা করে। ওদিকে আমি আর আরতিজী মিলে শাওনের ঘর পরিষ্কার করি। তবু কোনভাবে বোধহয় রেণুর দুলটা মিস করে গেছিলাম। সেদিন আপনার হাতে দেখে খুব চমকে গেছিলাম, তবে ভেবেছিলাম আপনাকে ধোঁকা দিতে পেরেছি। কিন্তু ভাবিনি যে আজ আবার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আমরা অবশ্য আপনাকে নিয়ে একটু চিন্তাতেই ছিলাম। ভাবছিলাম যে এত কিছু ঘটে গেল, অথচ আপনার ঘুম ভাঙল না! অবশ্য আপনার ঘরটা আমাদের থেকে বেশ দূরে ছিল।”

- “আসলে আমার রোজ রাতে ঘুমের ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস। আর সাধারণত প্রথম রাত্রের ঘুমটা খুব গভীর হয়। তাই হয়তো কিছু শুনতে পাইনি।”

দীপ্ত এবার বলে ওঠে, - “সব তো শুনলেন পারিজাতদা, এবার আপনি কি করবেন বলুন।”

- “কি আর করব। তোমাদের এই ফটো দিতে এসেছিলাম। এবার বাড়ি যাব। আর মাঝে মধ্যে কথাবার্তা হবে।”

দীপ্ত আমার হাতটা ধরে বলে ওঠে - “কি ভাষায় যে কৃতজ্ঞতা জানাব। জানি হয়তো কোথাও আমরা দোষী, এটা আইনের সামনে না আনার জন্য। কিন্তু আমার বোনটা আর রেণুর মুখ চেয়ে আর পারলাম না।”

আমি কিছু বলার আগেই দরজার বেল বেজে ওঠে। ঘরে ঢোকে শাওন। আমায় দেখে একটু হেসে বলে, “কেমন আছেন পারিজাতদা?” দেখলে বোঝা যায় সেই শান্ত মেয়েটির উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। তবু মুখে একটা নতুন আশা আর আত্মবিশ্বাসের ঝলক। ন্যায় অন্যায়ের জটিল হিসেব আমি এতো ভাল বুঝি না, মনে হল সিদ্ধান্তটা নিয়ে খুব একটা ভুল করিনি।

Durga Puja

2022

Painting by Saumyi Majumder : Reflection



Saumyi Majumder {Sam}

HAPPY
Durga Puja

প্রেমান্বেষী -রশ্মি ভৌমিক

সাদা পাতায় কালো অক্ষরগুলি লিখে, নিজের মনে কি ভাবতে লাগলো, রুম্পা।

জানালা দিয়ে খোলা আকাশটার দিকে তাকিয়েছিল। পূব দিক থেকে কিছু মেঘপুঞ্জ ধীরে ধীরে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। খানিকক্ষণের মধ্যে একটা হালকা অন্ধকার চারিদিকে নেমে এল। দমকা হাওয়ায়, জানালার একটা পাট দুম করে বন্ধ হয়ে গেলো। বাইরে, লম্বা গাছগুলি শোঁ-শোঁ শব্দে দুলছিলো।

মেয়েটা, অন্যমনস্ক ছিল, চিন্তায়। টেবিলের উপর থেকে পাতাটা, উড়ে গিয়ে, মাটিতে পড়লো। হঠাৎ সচেতন হয়ে রুম্পা, তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিলো। কাগজে লেখা শব্দগুলি কি তার কাছে জরুরি? কাগজটা তুলে আবার টেবিলে এসে বসে, আরো দুটো শব্দ সংযোজন করলো।

টেবিলের ডানদিকে দু-তিনটে ইয়া মোটা-মোটা বই সাজানো ছিল। তার মধ্যে, একটা হচ্ছে বাংলা অভিধান। রুম্পা সেটা খুলে, পাতা উল্টে পাল্টে শব্দগুলির অর্থ অন্বেষণ করতে লাগলো।

আকর্ষণ - টান, নিজের দিকে আনা

আন্তরিক - হৃদয়গত, মনোগত, অকপট, অকৃত্রিম

ঘনিষ্ঠ - অতি নিকট, অন্তরঙ্গ

প্রেম - ভালোবাসা, প্রণয়, অনুরাগ, প্রীতি, স্নেহ, ভক্তি

সম্পর্ক - সম্বন্ধ, সংস্রব, সংযোগ

হৃদয় - বক্ষ স্থল, বুকের অন্তর্ভাগ; মন, অন্তঃকরণ, চিন্তা

মেয়েটির চোখের সামনে একটা কালো সুদর্শন মুখের অবয়ব ভেসে উঠলো। তার বুকের ভেতরটা যেন হু-হু করে ওঠে। কী আকর্ষণে যে বাঁধা পড়েছে, নিজেও বুঝতে পারছিলো না।

রুম্পা বারো শ্রেণীতে পড়ে, গার্ডেন হাইস্কুল এ। তিন মাস পরেই তার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। জোর কদমে পড়াশুনো চলছে। বাংলায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য তার মা এবছর প্রবীরবাবুর টিউশনিতে ভর্তি করে দিয়েছেন। রুম্পার স্কুলের অনেকেই প্রবীরবাবুর থেকে টিউশন নিতো।

একদিন মেয়েটা একটু আগে ক্লাসে পৌঁছে যায়। স্কুলের একটা লম্বা কালো ছেলে, তার কয়েকজন বন্ধুদের সঙ্গে হেসে-হেসে কি গল্প করছিলো। রুম্পা তার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চোখ সরাতে পারলো না। এক অদৃশ্য চুষকের টান অনুভব করলো। খানিকক্ষণ পর, রুম্পাকে নিজেই চোখ সরিয়ে নিতে হলো।

প্রবীরবাবু ঘরে ঢুকেই, ছেলেদের জটলার দিকে উদ্দেশ্য করে হাঁক দিলেন, "কৃষ্ণেন্দু তোরা কী নিয়ে গল্প করছিস?" কালো ছেলেটা চট করে ঘুরে, বললো, "কিছু না, স্যার। নীলুর বাড়ির নতুন কুকুরটা নিয়ে কথা হচ্ছিলো।" প্রবীরবাবু এক গাল হেসে বললেন, "বেশ তো, এবার বসে, বইটা খোল দেখি!" কৃষ্ণেন্দু চোখ টিপলো, বন্ধুদের দিকে ফিরে। মুখের দুট্টু হাসিটা বলছিলো যে তাদের গল্পের বিষয়টা প্রবীরবাবুকে সঠিক জানানো হয়নি। এতে রুম্পার আরো কৌতুহল বেড়ে গেলো।

সেদিন প্রবীরবাবুর অর্ধেক কথা তার কানে ঢুকলো না। সামনে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বইটা খোলা ছিল, বৈষ্ণব পদাবলির শুরুর পংক্তিতে --

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।

বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহারো কথা।।

প্রেমের ঘোরে প্রথম ধাক্কা পেলো রুম্পা, প্রায় কয়েক সপ্তাহ পরে। ইংরেজি ক্লাসের মধ্যে হঠাৎ পেটে ব্যথা করছিলো, ওর। কিছুক্ষণ সহ্য করে, হাত তুলে লীনাতির অনুমতি চাইলো, বাথরুমে যাওয়ার জন্য। সারি সারি পাঁচটা দরজাই খোলা ছিল, কিন্তু রুম্পা তবুও থমকে দাঁড়ালো। শেষের দরজাটার সামনে কৃষ্ণেন্দু জীনাতকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের উপর চুমু খাচ্ছিলো। রুম্পার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে একটা দৈতো হাসি হেসে বললো, "যা যা শিগগিরি, তুই কিন্তু কিছু দেখিসনি।"

রুম্পার কলিজাটা খুব জোরে ধুকপুক করছিলো। ওর মনে হলো শীঘ্রই বোধহয় একদম ফেটে যাবে। কিন্তু পেটে-ব্যথার সমস্যার সমাধান করে, মুহূর্তের জন্য, ও আশ্বস্ত বোধ করলো। এটা কি স্বপ্ন? নাকি জীনাতের নসীব সত্যিই এতো ভালো? মনে পরে গেলো কথাগুলো, "তুই কিন্তু কিছু দেখিসনি।" তখনি ঠিক করলো আর ওদের সঙ্গে কথাই বলবে না।

বাইরে হাওয়া বইছিল, শোঁ-শোঁ শব্দে। এখন পরিষ্কার শুনতে পেলো ঝাম ঝাম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে, রুম্পার কাজল-পরা চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো। জামার হাতায় তাড়াতাড়ি মুছে ফেললো। কাঁদলে দেখতে ভাল লাগে না। কেমন অসহায় বেজান একটা অস্তিত্ব মনে হয়। ও তো নিজের চোখেই দেখলো সেদিন কৃষ্ণেন্দুও কাঁদছিলো, স্কুলের রাস্তায় একা হাঁটতে হাঁটতে। ওকে দেখে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে হাসার চেষ্টা করলো। কিন্তু সেই হাসিটাও ভালো লাগলো না। রুম্পার করুণাভরা মুখটা দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলো ও। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "ধুর আমি বেকার ভাবছি, কেউ ভাবে না রে। মা-বাবা আলাদা হয়ে যাচ্ছে।" রুম্পা আবার একটা ধাক্কা পেলো। প্রিয়জনের দুঃখে ওর মন আকুল হয়ে উঠলো। দুঃখ আর সুখ যেন একে অপরের হাত ধরে আসে। বন্ধনেও দুঃখ, বন্ধন মুক্তিতেও দুঃখ। বেচারী মন আর কী করবে?

সেদিনের পর মাঝে মাঝেই স্কুলের গলিতে ওদের দেখা হয়ে যেত। ভালো-মন্দ মনের ক'টা কথা রুম্পা তার বন্ধুকে বলে ফেলতো। ধীরে ধীরে সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলো যে, এই আকর্ষণ কাটিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না।

গত বৃহস্পতিবার স্কুলের গেট দিয়ে বেরিয়ে, খানিক দূর গিয়ে, যেখানে গালিটা একটু চওড়া হয়ে পার্কের পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে, সেখানে রুম্পা দেখলো পাঁচ - ছটা ছেলে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছে। রুম্পা দেখলো ওরা কৃষ্ণেন্দুরই বন্ধু। মনে হলো হয়তো কৃষ্ণেন্দুও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। কৌতূহলবশত ও রাস্তা পার হয়ে ছেলেগুলোর কাছাকাছি এসে পড়ল। ধোঁয়ার গন্ধটা তার অপরিচিত। সিগারেটগুলো বাজে করে বানানো, কেমন টেরাব্যাঁকা। রুম্পা আচমকা ভয় পেয়ে গেলো।

Durga Puja

ঝাঁকড়া চুলওয়ালা ছেলেটা ওর দিকে তাকালো, চোখগুলো লাল, নেশা-আবিষ্ট। চাহনিটা ওর দিকে, কিন্তু দেখছিলো রুম্পার শরীর ভেদ করে, বহুদূরে। যেন ওর শরীরটা স্বচ্ছ হয়ে গিয়ে ভেতরে কিছু একটা দেখা যাচ্ছিলো। ছেলেটা হাতটা বাড়তেই, রুম্পা চট করে সরে গিয়ে এক দৌড় লাগালো। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে, একেবারে সামনের বাস-স্টপে এসে থামলো। এতো ভয় ও অনেক দিনে পায়নি।

এখনো ভাবলে, রুম্পার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে যায়। সেই চোখের চাহনিটা কীরকম অদ্ভুত; যেন বাস্তব থেকে অনেক দূরে। এভাবে কি জীবন-যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? সে আর ভাবতে পারছিলো না। মাথাটা কেমন ঝিম-ঝিম করছিলো। কিছুক্ষনের মধ্যে টেবিলে মাথা এলিয়ে, তন্দ্রানিমগ্ন হলো।

পার্কের মধ্যে বড় বটগাছটার নিচে কৃষ্ণেন্দুর কোলে মাথা রেখে একটা শাড়ী-পরা যুবতী মেয়ে শুয়েছিল। কৃষ্ণেন্দু ওর চুলে হাত বুলাচ্ছে। কাছে গিয়ে রুম্পা দেখলো মুখটা একদম অবিকল ওর মতনই। কাজল-পরা চোখের চাহনি ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো।

হঠাৎ, মায়ের মিষ্টি গলাটা দূর থেকে ভেসে আসলো, "ওঠ মা, টেবিল থেকে উঠে গিয়ে, বিছানাতে ঠিক করে শো।" রুম্পার উঠতেই ইচ্ছা করছিলো না। ওর মনপ্রাণ ভরে উঠেছিল, এক অনুপম আনন্দে।

আজ রুম্পার কাঁধের ব্যাগটা হালকা। স্কুলের শেষ দিন। পেছন থেকে পরিচিত ডাক, "রুম্পা দাঁড়া!" ঘুরে তাকিয়ে একটা চকমকে হাসি দিলো মেয়েটা। কৃষ্ণেন্দুর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য তার মুখে থেমে গেলো। "আজ তোকে খুব খুশি লাগছে যে! কী ব্যাপার?" রুম্পা মিটি-মিটি হেসে বললো, "এমনি!" "তাহলে এমনি-ই থাকিস তুই। এটাই তোকে মানায়।" দুজনে একে অপরের দিকে তাকিয়ে, এমনি-ই, খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

HAPPY
Durga Puja

Paintings by Raahí Chakrabarti





Raahi

Durga Puja

2022



HAPPY
Durga Puja

2022

Painting by Debmalya_Nandy



HAPPY
Durga Puja

Recipe: Anglo-Indian flavor inspired chicken curry - Atreyee Bhattacharya



Growing up in a university and railway town of the 80s and 90s Bengal, I was exposed to many cultures, communities and food. And festivals. I studied under teachers and had many friends in several communities. So, I had a lot of exposure to different kinds of food, which I devoured. One of my favorites was the food made in the homes of my friends who came from Anglo-Indian communities. Their food was Indian. Yet had an exotic flavor. I loved every morsel of it.

*HAPPY
Durga Puja*

I came up with this Anglo-Indian food inspired version of a curry chicken. It is Indian. But also, exotic.

Anglo-Indian *inspired* Chicken Curry

Serves two. Serve with bread and side salad made simply with lettuce and onion, dressed with an overabundance of lime juice and salt. Pairs well with Merlot.

Ingredients

1.5 lbs or 500g of chicken. Things, legs and bone in pieces work better

1 small onion. Make this into a paste.

4 medium sized potatoes. Peeled. 10 cloves of garlic

Equal parts of ginger

You can also use store bought ginger garlic paste

1/2 tbsf turmeric powder

1 tbsf unsweetened yogurt/curd

1/2 tsp of cayenne pepper power

1/2 a stick of cinnamon

1 tsp of whole cumin

1 bay leaf

The combination of cumin, cinnamon and bay leaf makes this recipe unique.

4 tbsf of mustard or olive oil.

2 green chilis. Slit.

A large handful of cilantro/coriander. Chopped coarsely.

Hot water

Salt.

Methods

HAPPY
Durga Puja

Step 1: The day before you intend to cook and serve this dish, marinade the chicken with yogurt/curd, turmeric, half of the ginger-garlic paste (1 tbsf if you are using ginger-garlic paste). Cover and refrigerate. Between 8-24 hours is fine.

Step 2: Bring out the chicken and let it rest for 10 min before cooking. Will take the chill off the chicken

Step 3: Heat oil (mustard or olive oil) in a deep bottomed cooking vessel. When oil is hot, add the bayleaf, cumin and cinnamon. Add the onion and remaining ginger garlic paste (1 tbsf if you are using store bought). Cook for a min stirring constantly.

Step 4: Add the marinated chicken and the marinade and the potatoes. Keep cooking by constantly stirring. Another 5 minutes. You will see how the aroma changes.

Step 5: Add water, salt to taste. Add two slit green chilis. Bring to a boil. Then reduce to simmer. Cover the chicken and let it cook for 20 min.

Step 6: Add the cilantro/coriander. Cover and take the pot off the heat and let it rest *without opening the lid for 5 min for all the flavors to come together.*

Step 7: You are done :)

Serve warm with bread a side salad. Pairs well with Merlot.



HAPPY
Durga Puja

Paintings by Atrasnu Pathak



HAPPY
Durga Puja



Durga Puja



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
सर्वे भवन्तु सुखिनः ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

Durga Puja

2022



By
Akrasnu Pathak

HAPPY
Durga Puja



HAPPY
Durga Puja

COVID TIMES : Mita Mukherjee

The bright sky so blue

The wondering clouds free and aglow

The stalwart pines, tall and strong— just so!

The spring finally comes—

A long winter it has been

The tiny little leaves turning green

Flowers wanting to bloom anew!

Alas!! Here comes the frosty snow again!

Sweeping away the leaves and flowers, with great disdain!

The leaves turn black and fall to the ground

We stare at them with sadness profound!

If nothing this corona virus has taught us something!!

Like the snow, from nowhere came the virus sweeping thru the world, deadly and serious!

Life is not to be taken for granted,

One day happy and fine, next day annihilated!!

HAPPY
Durga Puja

My lesson learnt from this pandemic—

An angry word, leaves a mental scar

A loving word, like a healing balm, can go so far!

So much better to smile and share—

Than see a face filled with fear or eyes with tears

So people I say, your WORDS are that stay!

We don't really know, how much time is there!

So be mindful, and please tread with care!!

HAPPY
Durga Puja

Paintings by Mihira Nag



HAPPY
Durga Puja



Durga Puja

2022



HAPPY
Durga Puja

গেরস্থালি - বিপাশা ভট্টাচার্য।

১.

অতঃপর সমস্ত যুদ্ধ থেমে গেলে,
ক্ষমার চেয়ে বড় বোঝা আর মিলে না।

২.

তোমার আজীবন ক্ষমার ভিতর
যতখানি লুকোনো ছিল কান্নাজল,
তাহা থেকে দুই ঘটি দিয়ে প্রিয়,
শেষবেলায় পৃথিবীর পুণ্য স্নানে।

৩.

এই ক্ষণে বেতারে এসেছে খবর,
আজ বিকেলে ঝড়ের পূর্বাভাস।
জীবনের যে চালাখানি উড়াইল ঝড়ে,
তারও কি ছিল কিছু আগাম জানান?

HAPPY
Durga Puja

আলো দাও

লুপ্ত করে দাও বাহ্যজ্ঞান, সুধাপাত্র
ডুবে যাক সমস্ত চেতনা।

সম্যক আঘাত ও অব্যক্ত ইতিহাস,
জেনেছে আমাদের কিছু প্রাচীন ভুল।

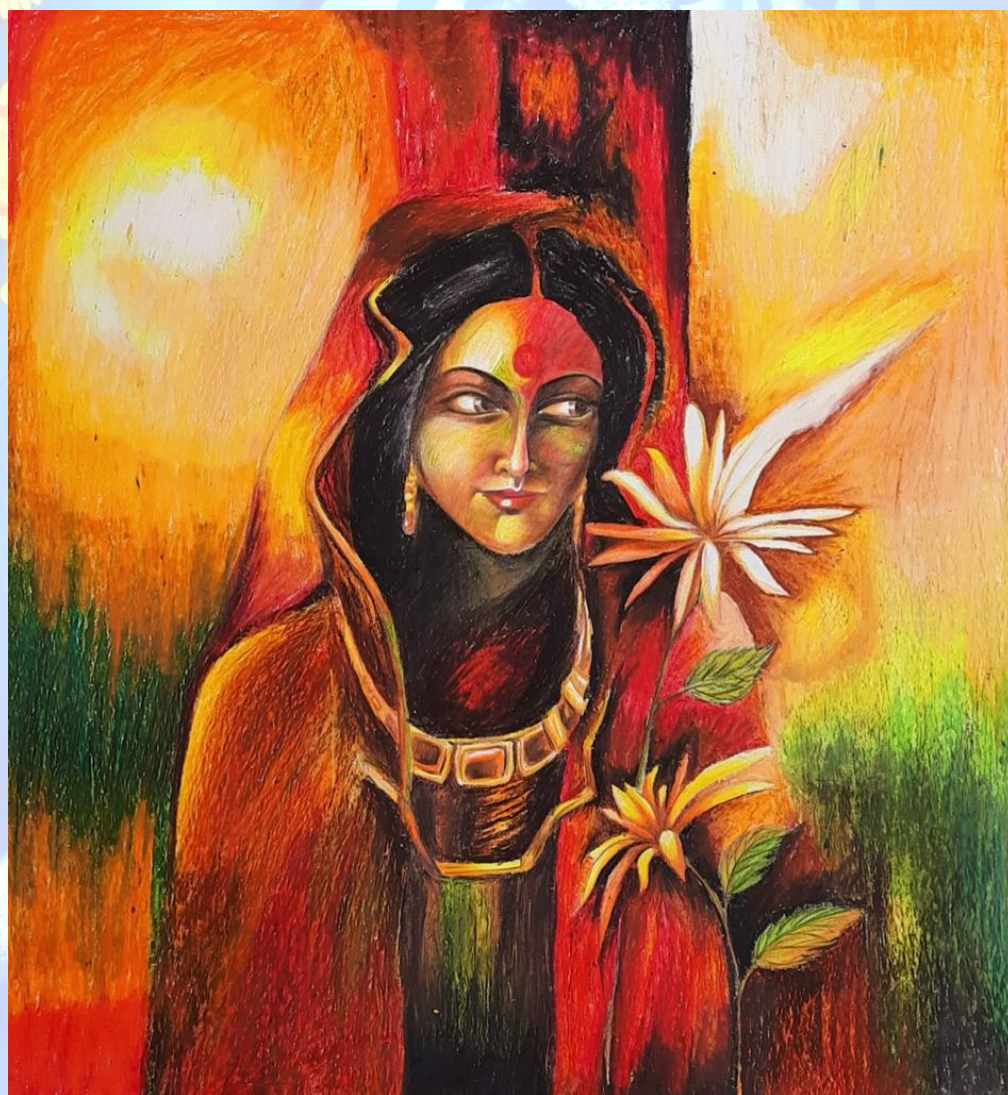
অহেতুক বৃথা এ কালক্ষয়-
রেণুখসা, মথিত- ফুলের পরাগধানী।

বৃক্ষ দিয়েছে ছায়া, বহুকাল। নক্ষত্র-
দিগভুল পথিকের দিশা।

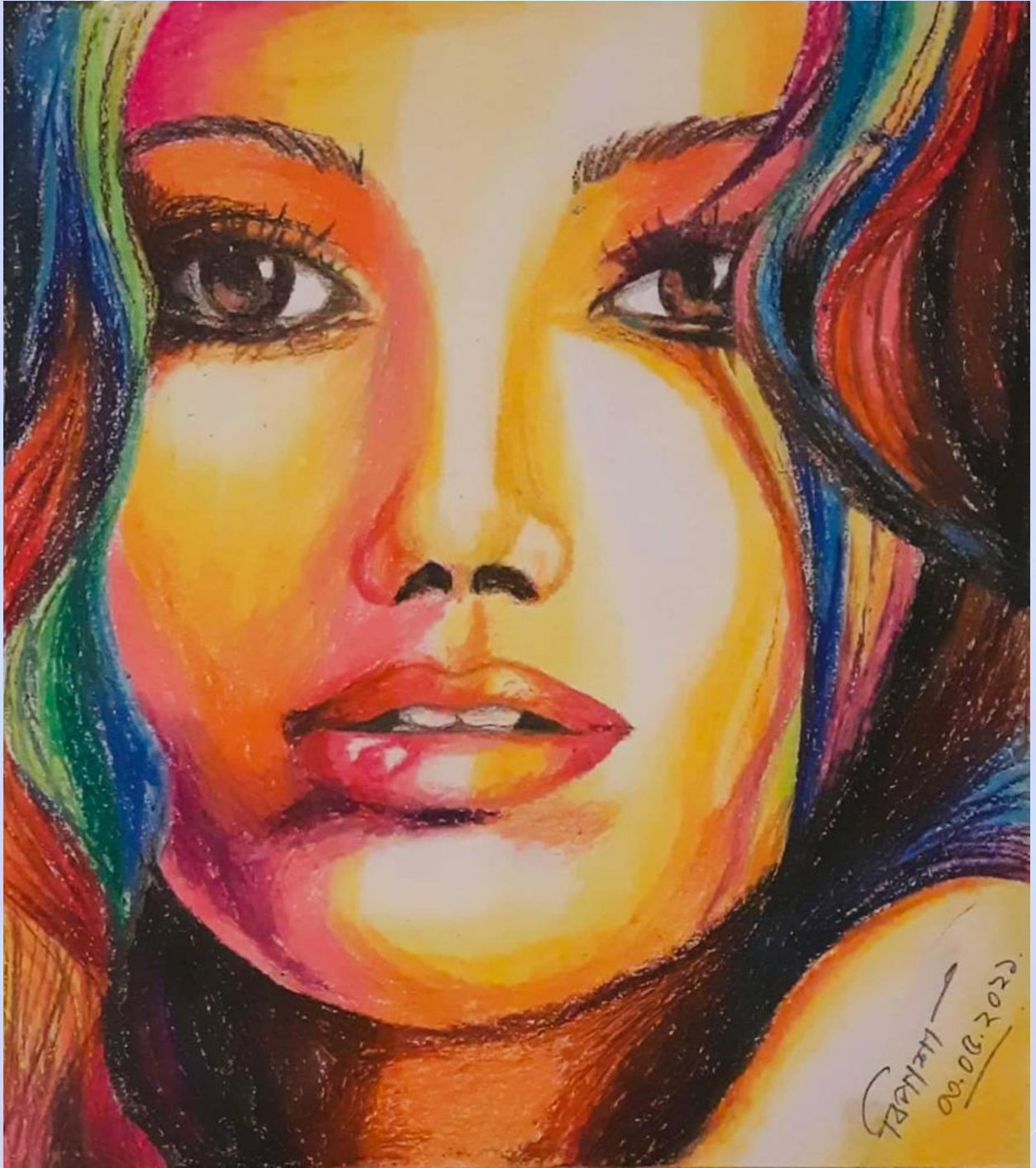
তবুও কারুণ্য, হে দয়াময়, কার্পণ্য-মুষ্টি;
পথে আলো দাও

HAPPY
Durga Puja

Paintings by Bipasa Bhattacharjee



HAPPY
Durga Puja



लज्जामयं जगद्वन्द्वं जगद्वन्द्वं ॥
 अतिशयेन रंजिता
 लज्जै जगो जगः ॥
 लज्जै अतिशयेन रंजिता
 लज्जै जगो जगः ॥

Durga Puja

Paintings by Rayan Das



Durga Puja

Painting by Krishnendu Das



Painting by Sucharita Das



Abhijit Sengupta

যুগের আমূল পরিবর্তন

আজ ভোর ৫ টায় ঘুম ভেঙে গেল একটি গান মনকে তোলপাড় করায়। সেই তাগিদ থেকে এই চ্যানেলটা চালানাম।

জগন্ময়ের কণ্ঠ আমার প্রিয় লাগত না, কিন্তু তাঁর এক একটি রেকর্ড ১ লাখ বিক্রি হয়েছে।

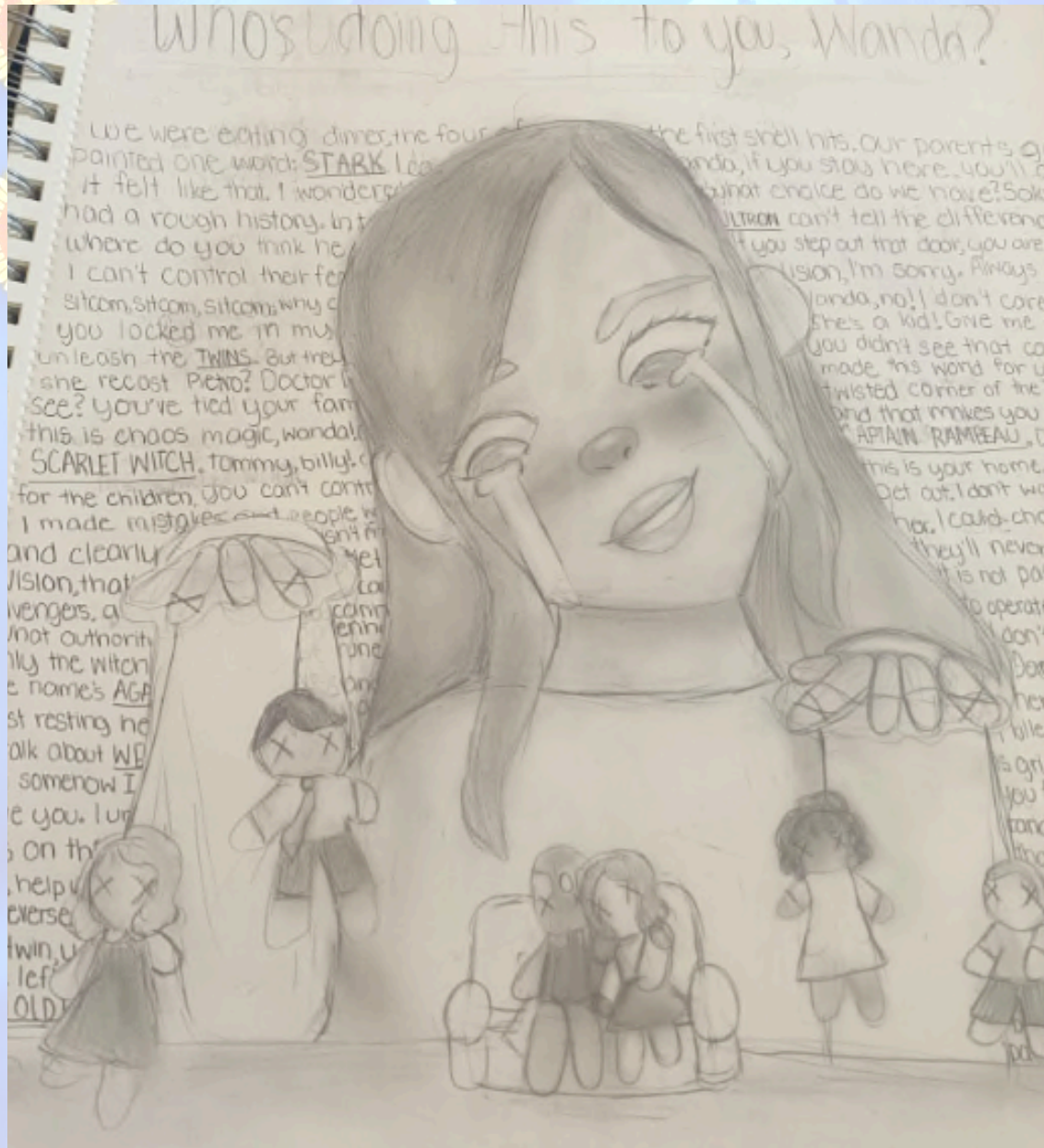
এই যেটা *share* করলাম, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসামান্য- জড়িয়ে আছে জন্মের আগেই পিতৃহারা একজনের সাধনা ও সৃষ্টি এক একটি মাইলফলক। এই নিবেদনটার প্রতিটি বাক্য গুরুত্বপূর্ণ, পড়তে আহ্বান করি। তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুবল- কমল দাশগুপ্ত ভ্রাতৃত্ব, নজরুল, *Classical* সঙ্গীতের গুরুদেব, পারদর্শীতার অসামান্য স্বীকৃতি, বোম্বাই জীবনে নক্ষত্রদের আনাগোনা, সুরকার হিসেবে সাফল্য ও 'সুরসাগর' আখ্যালাভ, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর উদ্ভুদ্ধ করা গানের উল্লেখ, সংস্কৃতি ও ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর অবদান। - একটি যুগ তার চরিত্র নিয়ে উপস্থিত।

প্রেম-বিষয়ক গানগুলিতে পুরুষ তার নিবেদন দয়িতের কাছে, কাব্য ও কোমলতাভরা মাধুর্যের ডালি নিয়ে উপস্থিত হত। পাশ্চাত্যেও কিছুটা সেইরকম প্রচলন ছিল- পুরুষের ক্ষেত্রে 'a damsel in distress', 'chivalry' এইসব শব্দ ও শব্দবন্ধের প্রয়োগ সে দিকেই ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়- এখন এই ভাবগুলি অতীত, বিস্মৃত।

প্রকৃতিতেও ময়ূরই তার পেখম মেলে নেচে নেচে চারদিক ঘুরে ময়ূরীকে তার প্রেম নিবেদন করে, পায়রাও 'বকমবকম' করে তার প্রেমিকাকে প্রদক্ষিণ করে।

আজকের যুগে পাশ্চাত্যে এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাই- যার প্রতিফলন নকলনবিশ আমাদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। এখন পুরুষের ভাব অনেকটাই নিরাসক্ত, কিন্তু নারী তার তূণে যত মোহিনী অস্ত্র আছে সব প্রয়োগ করে চলে বিসদৃশভাবে- পুরুষকে বাগে আনবার জন্য কী প্রতিযোগিতা! প্রকৃতিতে তার বিপরীত চিত্র দেখি যখন একটি সিংহীকে পাবার জন্য দুটি সিংহ প্রাণান্তকর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমে পড়ে- সেটাই তো স্বাভাবিক। আরেকবার প্রমাণ হয়, মানুষ তার প্রকৃতি ও স্বভাবের বিকৃতি ঘটিয়ে চলেছে- সর্বনাশের পথে।

Paintings by Sunayana Das



HAPPY
Durga Puja

2022



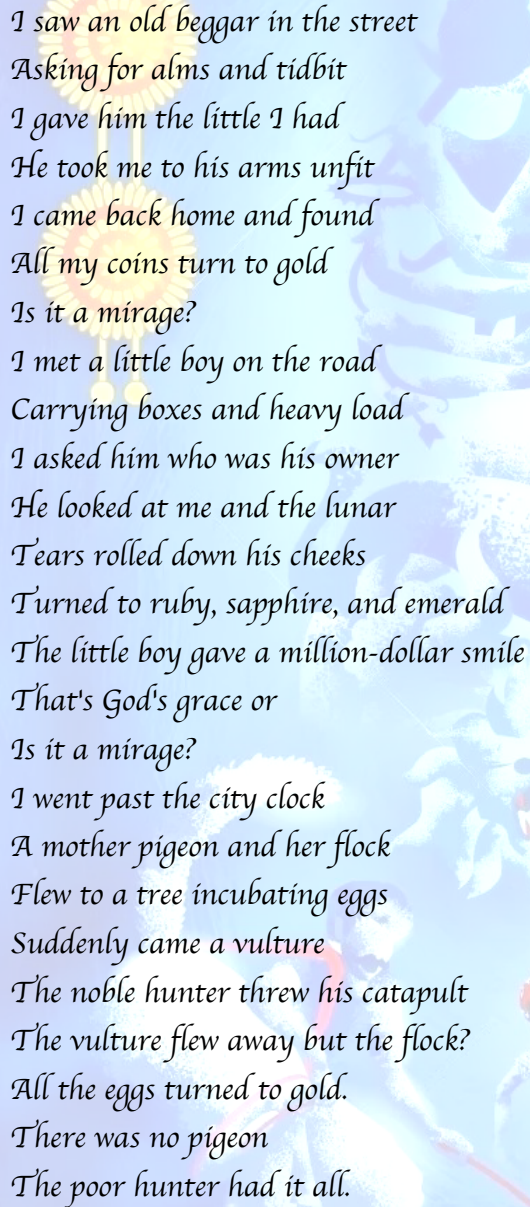
HAPPY

Durga Puja



THAT I
Durga Puja

Is it a mirage or God's glory? - Ananya Dasgupta



I saw an old beggar in the street
 Asking for alms and tidbit
 I gave him the little I had
 He took me to his arms unfit
 I came back home and found
 All my coins turn to gold
 Is it a mirage?
 I met a little boy on the road
 Carrying boxes and heavy load
 I asked him who was his owner
 He looked at me and the lunar
 Tears rolled down his cheeks
 Turned to ruby, sapphire, and emerald
 The little boy gave a million-dollar smile
 That's God's grace or
 Is it a mirage?
 I went past the city clock
 A mother pigeon and her flock
 Flew to a tree incubating eggs
 Suddenly came a vulture
 The noble hunter threw his catapult
 The vulture flew away but the flock?
 All the eggs turned to gold.
 There was no pigeon
 The poor hunter had it all.

Is it a mirage?

HAPPY

Durga Puja

বাংলায় কাব্য, বাংলার গান, বাঙালির গর্ব

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

"... কী যাদু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে।
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা..."

"আমি বাংলায় গান গাই,
আমি বাংলার গান গাই,
আমি আমার আমিকে চিরদিন
এই বাংলায় খুঁজে পাই।"

বাংলায় কাব্য সৃষ্টি অষ্টম থেকে একাদশ শতকে 'চর্যাপদ' -এর রূপে (Wikipedia)। এই পদগুলি প্রাচীন পুঁথিতে লেখা হত এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে পরিবেশন করা হত। উপর উপর যেন বাঙালির গ্রাম্য জীবনযাত্রার ছোঁয়া ছড়ার বেশে, কিন্তু নিহিত থাকত ধর্মের গূঢ় রহস্যময় ইঙ্গিত।

বাংলা গানের চরিত্র পরম বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাই তার জনপ্রিয়তা আবহমান প্রবাহে বয়ে চলেছে, প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের, গ্রামের সঙ্গে শহরের, এক পেশার সঙ্গে অন্য পেশার, এক সামাজিক বর্ণের সঙ্গে অন্য সামাজিক বর্ণের, বিদেশীর সঙ্গে দেশীর, বিভিন্ন রাগ ব্যবহারে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপলব্ধি পাওয়া যায়, সামঞ্জস্য রেখে - কেউই ব্রাত্য নয়।

Durga Puja

আমার পরিচিত গানের জগত আশি বছর ধরে বিস্তৃত - এই তীর্থস্থানে কত সংখ্যক শিল্পী এখানেই জন্মগ্রহণ করেছেন, বহুজন বাংলার বাইরের থেকে এসেছেন এখানে সমাদর পাবেন বলে - বাংলায় *recognition* না পেলে আর কোথায়ই বা পাবেন! সবাই তা জানেন।

কাব্যও অসম্পূর্ণ থাকে সুরের ছোঁয়া না পাওয়া পর্যন্ত।

পল্লীগীতির জগতে আমরা আদিবাসী নরনারীর আনন্দসহ নৃত্য ও গীতকেও স্থান দিয়েছি। মাদল, খোল, বাঁশি, তারযন্ত্র প্রভৃতি সেই আনন্দকে বহুদূরে ছড়িয়ে দেয়। তালে তাল মিলিয়ে দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ তাদের নীরসতা দূর করে, একত্রে অংশগ্রহণ কাজকে লঘু করে ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ায়।

রবিকবি, নজরুল, ডি এল রায়, কান্তকবি, রামপ্রসাদ, অতুলপ্রসাদ... আমাদের অনুভূতির নানা লগ্নে কখনও উল্লাস, কখনও বিষাদ, কখনও আধ্যাত্মিক চিন্তা, কখনও জনজাগরণ - কত কি সৃষ্টি করে গেছেন।

কবিয়ালদের গানে কবির লড়াই, গম্ভীরা গানে স্থানীয় বিষয় নিয়ে উপহাস, বাঈজীদের গানে চটুলতা, মার্গসঙ্গীত সহযোগে...।

পথে পথে, মাঠে ঘাটে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণে সে গান হয়ে উঠেছে রসিকতা, ব্যঙ্গ, শিক্ষা ও আরও অনেক কিছুর বাহন। কবিকঙ্কণের, চারণকবিদের গান জনমানসে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

"একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি"- এর প্রভাব সুদূরে ছড়িয়ে পড়েছে।

রাজসভা থেকে রাজপথ, সর্বত্র গানের স্বচ্ছন্দবিচরণ।

আমার পরিচিত বাংলা গানের সীমানা বহুদূর বিস্তৃত - কখনও ভুলে যাওয়া কোন গান বিস্মৃতির ওপার থেকে নেমে এসে চমক লাগিয়ে যায়। কিছু গায়ক-গায়িকা সুপরিচিত - অনেকেই আবার হয়ত কেবল আমার মনের মধ্যেই বেঁচে আছে। আর তাদের সঙ্গে

HAPPY
Durga Puja

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে গীতিকার- সুরকার- *accompanist* দের নামও। হাতড়ে বেড়াতে হয়।

"আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে

পরিচিত জনতার সরণিতে।"

ইতিমধ্যে অনেকেই প্রয়াত, অনেকেরই শতবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্র দে (কানাকেষ্ঠ), পঙ্কজকুমার মল্লিক, কুন্দনলাল সাইগল, কানন দেবী, রবীন মজুমদার, তালাত মাহমুদ, শচীন- মীরা- রাহুল দেববর্মণ, অশোককুমার- কিশোরকুমার, রুমা গুহঠাকুরতা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, সুমন কল্যাণপুর, বাসবী নন্দী, উৎপলা সেন, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, অপরেশ- বাঁশরী- বাপী লাহিড়ী, নির্মলেন্দু চৌধুরী, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, গায়ত্রী বসু, বাণী ঘোষাল, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সবিতা চৌধুরী, আরতি মুখোপাধ্যায়... রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ ইত্যাদিদের গানের গায়িকাদের নাম আমার উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র, যদিও অনেকের নাম এখন সচরাচর উচ্চারিত হয় না, কিন্তু তাঁদের গান আমার পরিচিত।

তবলিয়া শান্তাপ্রসাদ, বাদ্যযন্ত্রে ভি বালসারা।

ক্রমিক নাম দেওয়া সম্ভব নয়, যা পারি চেষ্টা করে গেলাম।

ধন্যবাদ সারেগামা *Carvaan* কে, যারা ঐদের মধ্যে অনেকেরই পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলেছেন। আকাশবাণীরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। *YouTube* এর তো কথাই নেই।

HAPPY
Durga Puja

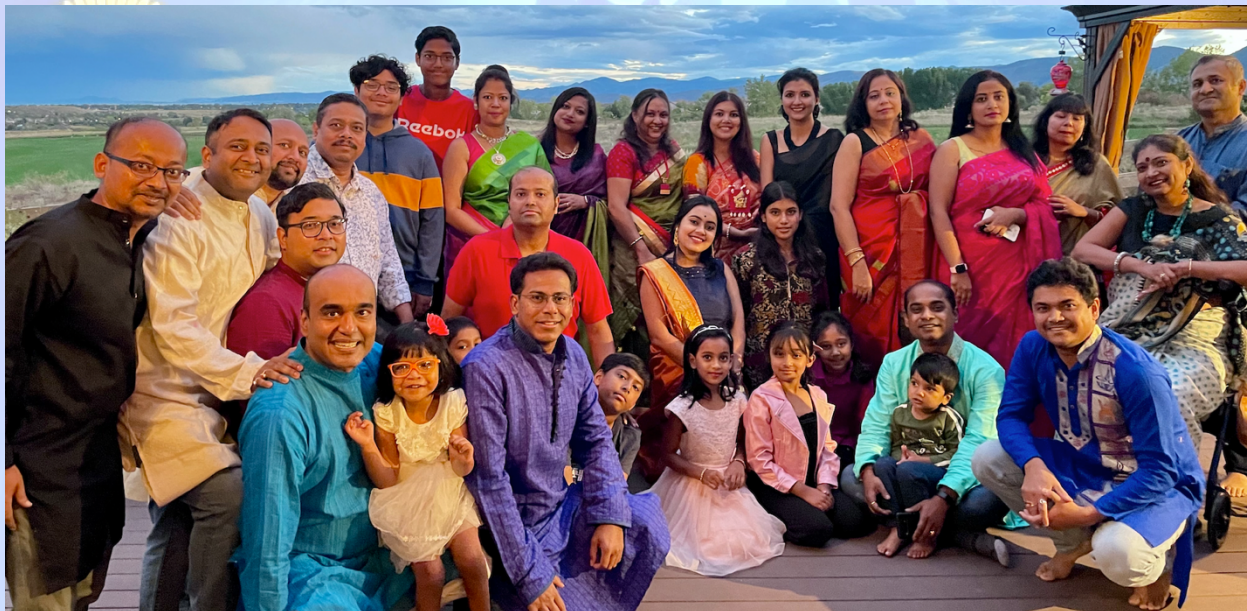
2022

Paintings by Snigdha Biswas

HAPPY
Durga Puja



2022

Milonee 2022 Executive Committee

HAPPY
Durga Puja